চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৫ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিষ্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 9 August 2019 ■ আগরতলা, ৯ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ২৩ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে 'ভারতরত্ন' সম্মান প্রদান করেন।

'ভারতরত্ন' সম্মানে ভূষিত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট।। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে এক অনুষ্ঠানে 'ভারতরত্ন' সম্মানে ভূষিত হলেন দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। এছাড়া এদিন সন্ধ্যায় আরও দু'জনকে দেশের এই সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়। তাঁরা হলেন প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ প্রয়াত ভূপেন হাজরিকা এবং রাজনীতিক তথা সমাজকর্মী প্রয়াত নানাজি দেশমুখ। তাঁদের দুজনকে মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' দেওয়া হয়েছে।

এরপরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে রাহুল গান্ধী, শাসক ও বিরোধী সবাই অভিনন্দন জানান প্রণব মুখোপাধ্যায়কে। প্রধানমন্ত্রী টুইট করেন, 'প্রণবদা আমাদের সময়ের একজন অসাধারণ রাষ্ট্রনায়ক। কয়েক দশক ধরে নিঃস্বার্থভাবে উনি দেশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ভারতের উন্নতির পিছনেও তাঁর অনেক অবদান আছে। তাঁর দূরদৃষ্টি ও মেধায় সমৃদ্ধ হয়েছে গোটা দেশ। তাঁর মতো মানুষ ভারতরত্ন পাচ্ছেন জেনে আন্তরিকভাবে আনন্দিত হয়েছি।' জবাবে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন প্রণববাবু। টুইট করেছিলেন, 'মহান এই সম্মান পাওয়ার জন্য আমি দেশবাসীর কাছে কৃতজ্ঞ। সবসময় আমি বলি, যতটা না দিয়েছি তার থেকে জনগণের থেকে অনেক পেয়েছি।'

২০১২ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত দেশের রাষ্ট্রপতি পদে ছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। তাঁর আগে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্বভার সামলেছেন ৮৩ বছরের এই প্রবীণ কংগ্রেস রাজনীতিক। 'ভারতরত্ন' পাওয়ার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন জম্মু-কাশ্মীরের স্বপ্ন ফেরি করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট।। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি প্রসঙ্গে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে এমনই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি এই প্রসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখবাসীদেরও অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাত ৮টা নাগাদ জাতীর উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, এক রাষ্ট্র, এক পরিবার হিসেবে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দীর্ঘ সময় ধরে যে ব্যবস্থার জন্য জম্মু, কাশ্মীর এবং লাদাখবাসী যে বঞ্চিত হয়েছিল এবং উন্নয়নের ধারা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। কেউ বলছে না ৩৭০ ধারা থেকেসদ মানুষ কি সুবিধা পেয়েছিল। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে জম্মু ও কাশ্মীরবাসী ৩৭০ ধারা থাকার কারণে বঞ্চিত হয়েছিল বলে দাবি করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, সাফাই

৩৭০ ধারা বিলুপ্তি নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ

কর্মী আইনের মাধ্যমে বহু সাফাইকর্মী উপকৃত হয়ে চলেছে।

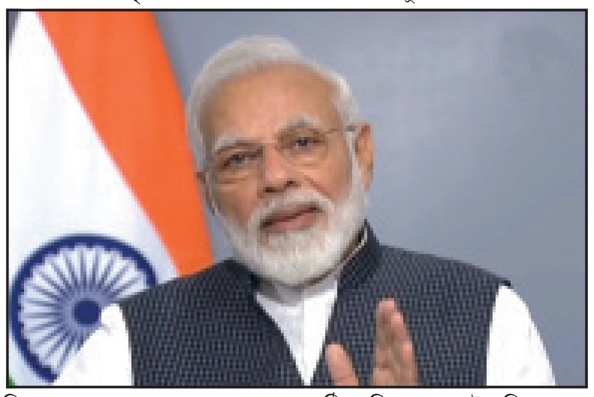

কিন্তু ৩৭০ ধারা থাকার ফলে এতদিন পর্যন্ত উপত্যকার সাফাইকর্মীরা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। দলিতদের বিরুদ্ধে অত্যাচার দমন করার জন্য বহু আইন রয়েছে। কিন্তু সেই আইনের সুফল থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল উপত্যকাবাসীদের ৩৭০ ধারার জন্য। কেন্দ্রের শাসনে সরাসরি জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে আসা সঠিক সিদ্ধান্ত। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার ফলে ভাল প্রশাসনিক পরিষেবা পেয়ে চলেছে উপত্যকাবাসী।

তিনি আরও জানিয়েছেন, কাশ্মীরি শাল থেকে শুরু করে ভেষজ ওষুধ, সব ছড়িয়ে পড়বে গোটা বিশ্বে। লাদাখে এক বিশেষ ধরনের গাছ পাওয়া যায়, যা সঞ্জীবনীর মত কাজ করে। এবার সেই গাছ বিশ্বের কাছে পৌঁছে যাবে।

এদিন জম্মু, কাশ্মীর এবং লাদাখের বিশ্বের সেরা পর্যটন কেন্দ্র হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, জম্মু, কাশ্মীর এবং লাদাখের বিশ্বের সেরা পর্যটন কেন্দ্র হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। একটা সময় ছিল যখন বলিউডের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে জনপ্রিয় গন্তব্য ছিল কাশ্মীর। দৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি আগামীদিনে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র নির্মাতারাও কাশ্মীরে এসে শ্যুটিং করবেন।

মেহবুবা মুফতি এবং ফারুক আবদুল্লাদের কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, দশকের পর দশক ধরে পরিবারতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ফলে রাজনীতিতে যোগদান থেকে বঞ্চিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিশুকন্যা ধর্ষিতা অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হচ্ছেনা, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন যোগেন্দ্র নগরের কাটা শেওলা এলাকায় ৭ বছরের শিশুকন্যা ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত দাদুকে গ্রেপ্তারের জোরালে দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। পূর্ব মহিলা থানার ওসি'র ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তারা। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন যোগেন্দ্র নগরের কাটা শেওলা এলাকায় ৭ বছরের নাতনিকে ধর্ষন করেছে দাদু। অভিযুক্তের নাম - রাজমোহন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রেমিকার ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার, প্রেমিককে গ্রেপ্তার করতে গেলে জনতা পুলিশে খন্ডযুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট ।। প্রণয়, অবৈধ সম্পর্ক তারপর প্রেমিকের বাড়িতেই গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যু প্রেমিকার। পুলিশ জনতার খন্ডযুদ্ধ। অবশেষে প্রেমিক গ্রেপ্তার। ঘটনা কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত পাগলাবাড়ি এডিসি ভিলেজের নলংবাড়ি এলাকায়। মৃত প্রেমিকার নাম সপ্তমী দেববর্মা। ধৃত প্রেমিকের নাম সালকা দেববর্মা ওরফে ড্রাগন। হত্যা না আত্মহত্যা তদন্তে পুলিশ। প্রেমিকার বাড়ি ঘর ভাঙচুর, থানায় মামলা। অভিযুক্ত যুবককে আনতে গিয়ে পুলিশের উপর চড়াও উত্তেজিত জনতা।

দীর্ঘ সময় যুবক প্রেমিক সালকা দেববর্মা (২৪) ওরফে ড্রাগন এর বাড়ি ঘেরাও করে রাখে আম জনতা। পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি হয়। খবরে জানা যায়, কল্যাণপুর থানা এলাকার পাগলাবাড়ি এডিসি ভিলেজ এর নলংবাড়ির বাসিন্দা সালকা দেববর্মার সঙ্গে প্রণয়ে আবদ্ধ হয়

কল্যাণপুর

যুবতি সপ্তমী দেববর্মা ২০১৯ সালে ত্রিং উৎসবে। দুই বছর যাবৎ বেশ জমে উঠে প্রেম। সপ্তমী প্রায় সময় যুবকের বাড়ি গিয়ে থাকতো বলে খবর। এরাই মধ্যে যুবক যুবতির মধ্যে বাক্ বিতন্ডা হত। বুধবার হঠাৎ যুবকের বাড়ির এক ঘরে যুবতি সিলিং ফ্যানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। কেন আত্মহত্যা করল তা জানা যায়নি।

যদিও আত্মহত্যা মানতে নারাজ যুবতির পরিবার। অভিযোগ তাকে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় কল্যাণপুর থানার পুলিশ ও তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক তাপস কান্তি পাল। বেশ কিছু সময় উত্তেজনার পর মৃতদেহ কল্যাণপুর হাসপাতালে আনা হয়। অভিযুক্ত যুবককে আটক করে পুলিশ। তাঁকে আনতে গিয়েই বিপত্তি বাঁধে। ক্ষেপে যায় আম জনতা। আম জনতার দাবি পুলিশ যেন সঠিক ভূমিকা পালন করে এবং তদন্ত যাতে সঠিকভাবে হয়। রাতে যুবতির পরিবার থানায় যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। যদিও পুলিশ ইউডি মামলা গ্রহণ করে তদন্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পোলিও টিকা দেয়ার পরপরই শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। পোলিও টিকা করণের ফলে মৃত্যু হল চার মাসের এক শিশুর। এমনই অভিযোগ তুললো মৃত শিশুর পরিবারের লোকজন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় আমবাসা মহকুমার গঙ্গানগর উলেন ছড়া গ্রামের বাসিন্দা জিতেন্দ্রর রিয়াংয়ের চার মাসের শিশু এডিকেল রিয়াং এর মৃত্যু হয় পোলিও টিকা করণের ফলে। জানা যায় এলাকায় এম পি ডব্লিউ কর্মীরা শিশুদের পোলিও টিকা দিতে আসে।

সেই সময় এডিকেলকেও পোলিও টিকা দেওয়া হয়। তারপর থেকেই শিশুটির অবস্থার অবনতি হতে থাকে। পোলিও টিকা দেওয়ার প্রায় ৩০ মিনিট পর শিশুটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোকজন শিশুটিকে নিয়ে যায় গঙ্গানগর প্রাথমিক হাসপাতালে। হাসপাতালের চিকিৎসকরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষার অধিকার আইনের রুল ফ্রেম করার জন্য রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। কেন্দ্রীয় সরকার রাইট অব চিলড্রেন টু ফ্রী এন্ড কমপোলসারি এডুকেশন অ্যাক্ট-২০০৯ সংশোধন করেছে। রাজ্য সরকার এই সংশোধিত আইনের রুল ফ্রেম করার জন্য আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদন দিয়েছে। তার সাথে পাশ-ফেল প্রথা যুক্ত হয়েছে। যেখানে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর মূল্যায়ণ করা হবে। এই দুটি ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। যারা ফেল করবে তাদেরকে দু'মাস পর আবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার মহাকরণে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, রাজ্য মন্ত্রিসভা তাতে অনুমোদন দিয়েছে। তিনি বলেন,

ছাত্রছাত্রীদের উপরের ক্লাসে উত্তীর্ণ হতে হলে অবশ্যই পাশ মার্ক পেতে হবে সমস্ত পরীক্ষাতেই। তাছাড়া যেসব ছাত্রছাত্রী স্কুলে ৮৫ শতাংশ দিন উপস্থিত থাকবে তাদের অতিরিক্ত ৫ নম্বর দেওয়া হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে কোন ছাত্রছাত্রীকে পরবর্তী উপরের ক্লাসে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিশেষ ক্ষমতা থাকবে। তাছাড়া, এই রুলে অর্ন্তভূক্ত করা হবে যদি কোন ছাত্রছাত্রী ওই ক্লাসে প্রথমবার অকৃতকার্য হয় তাহলে তাকে পুণরায় পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে ফল প্রকাশের দুই মাসের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আসামীদের প্যারোলে মুক্তি আইন সংশোধন করছে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। আজ মহাকরণে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সাংবাদিকদের জানান, আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে দ্য প্রিজনার্স (ত্রিপুরা এমানডেমেন্ট) অ্যাক্ট-১৯৭৯ সংশোধন করার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই আইনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আসামীদের প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। এই আইনটি সংশোধন করে আসামীদের প্যারোলে মুক্তি সম্পর্কিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তার দাবিতে হাসিনাকে বিশ্বহিন্দু পরিষদের স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চলছে বলে আগরতলায় সরব হয়েছে বিশ্বহিন্দু পরিষদের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি। তাঁদের অভিযোগ, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে প্রতিদিন হিন্দুদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন হচ্ছে। এর ফলে সে-দেশে বাস্তুভিটে ফেলে বহু হিন্দু পরিবার পালিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে, পাশাপাশি হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন মন্দির, প্রার্থনাগৃহ ইত্যাদি ধ্বংস করে দিচ্ছে সংখ্যাগুরু মৌলবাদীরা। অবিলম্বে সংখ্যালঘু হিন্দুদের জানমাল এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে।

এই সব দাবি ভিত্তিতে বুধবার বিশ্বহিন্দু পরিষদের ত্রিপুরা পশ্চিম জেলা কমিটির সদস্য-সদস্যারা এক মিছিল করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন।

এদিন সংগঠনের সদস্যরা রাজধানীর কৃষ্ণনগরে অবস্থিত তাঁদের কার্যালয় গীতা ভবনের সামনে থেকে মিছিল করে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কুঞ্জবন এলাকায় বাংলাদেশ ভিসা অফিসের সামনে আসেন। মিছিল থেকে এক প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ ভিসা অফিসে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশে লেখা দুই দফার দাবি সনদ সহকারী হাই কমিশনার কিরীটি চাকমার হাতে তুলে দেন। তাঁদের দুই দফা দাবি সনদে রয়েছে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপযুক্ত নিরাপত্তা দেওয়া, তাঁদের জমিজমা এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আগরতলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিছিল। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

স্মারকলিপি প্রদান শেষে সংগঠনের পশ্চিম জেলা কমিটির সংগঠন সম্পাদক পার্থপ্রতিম নাথ অভিযোগ করে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় সে-দেশে ৩০ শতাংশের বেশি হিন্দু ছিলেন। এর পর মাত্র কয়েক বছরে তা কমে ৯ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে। মৌলবাদীদের অকথ্য নির্যাতনের কারণে তা হচ্ছে। অবিলম্বে তা বন্ধ করতে হবে। এর জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উদ্যোগ নিতে হবে। না হলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আন্দোলন তীব্রতর করবে।

এদিন বিশ্বহিন্দু পরিষদের প্রচুরসংখ্যক কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেছিলেন মিছিলে। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে গোটা বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন অফিস চত্বর ত্রিপুরা পুলিশ ও ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের জওয়ান দিয়ে মোড়ে ফেলা হয়। তবে তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবেই মিছিল করে স্মারকলিপি দিয়ে ফিরে যান।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৯৯ ▫ ৯ আগস্ট ২০১৯ ইং ▫ ২৩ শ্রাবণ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

নির্বিচারে বন নিধন

ত্রিপুরার নিজস্ব যে সম্পদ নিয়া এক সময় গর্ব করিত আজ তাহা বড়ই বিড়ম্বণাময় হইয়া উঠিয়াছে। বনদস্যুরা এই সম্পদ দিনে দিনে উজার করিয়া প্রত্যন্ত এই রাজ্যকে নিঃস্ব ও রিক্ত করিয়া দিয়াছে। সেই সম্পদ, রাজ্যের পাহাড়ে লালিত বন এখন দস্যুদের কবলে। বনজ সম্পদ নিয়া ত্রিপুরা এতকাল গর্ব করিত। সেই বনকে বাঁচাইয়া রাখা যাইতেছে না। এক সময় উপজাতি উগ্রপন্থীদের আতংকে পাহাড় অরক্ষিতই থাকিয়া যায়। উগ্রবাদীরা, স্বাধীন ত্রিপুরার দাবীদারদের মদতে তখনই বন উজার হইয়া যায়। বনজ সম্পদকে রক্ষা করিতে বন দপ্তরের কঠোরতা সম্পর্কে রাজ্যবাসী অবহিত। বাড়ীঘরে হানা দিয়াও বনকর্মীরা চোরাই কাঠ উদ্ধারে নামে। কিন্তু, রাজ্যের বন পাহাড়ে তো চলিতেছে অবাধ লুট। বহু মূল্যবান কাঠ চোরাকারবারীরা পচার করিয়া দিয়াছে। তবু, মাঝে মধ্যে বনকর্মীদের চোরাই কাঠ উদ্ধার ও আটক করিতে দেখা যায়। অভিযোগ আছে যে, বন দপ্তরের একাংশ কর্মীর যোগসাজসে বনদস্যুরা ত্রিপুরার বনজ সম্পদ সাবার করিয়া দিতেছে। যদিও দপ্তরের হাতে তেমন কোনও নিরাপত্তা নাই। পুলিশকে অনেক সময় অসহায় হইয়া পড়িতে হয়। ঢাল তরোয়াল ছাড়াই চলিতেছে বন দপ্তরের প্রোটেকশান ফোর্স।

রাজন্য শাসিত ত্রিপুরা তো ছিল বন জঙ্গলে ঘেরা। রাজ্যের মধ্য দিয়া চলাচলের তেমন সড়কই ছিল না। রাজন্য শাসিত ত্রিপুরা ভারতভুক্তির মধ্য দিয়া নবজীবনের অংশীদার হয়। দীর্ঘদিন বনায়ন বন্ধ থাকে, শিশু গাছ শুকাইয়া মরে। রাজ্যে বন ধ্বংসের জন্য বেশী দায়ী তথাকথিত উগ্রপন্থীরা। তাহারাই বন দস্যুদের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করিতেছে। আজকের পরিস্থিতিতে বনদস্যুরা আরও বেশী সক্রিয়া হইয়াছে।

'গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান' শ্লোগান তোলা, প্রতিবছর সরকারী উদ্যোগে বনমহোৎসব পালন করার মধ্য দিয়া বন রক্ষার দায়িত্ব সম্পন্ন হয়। বন না বাঁচিলে সভ্যতা, প্রাণীজগত ধ্বংস হইয়া যাইবে। মরুভূমি গ্রাস করিবে। এই বিষয়টিও জনগণের মধ্যে তেমন ভাবে তুলিয়া ধরা হইতেছে না। সবচাইতে অবাক হইবার বিষয় বন উন্নয়নে আন্দোলনকে গণআন্দোলনে পরিণত করা গেল না। ত্রিপুরায় প্রতিনিয়ত বন ধ্বংস হইতেছে। এই ব্যাপক ধ্বংসের কারণে রাজ্যের আবহাওয়াও দিনে দিনে উষ্ণ হইতেছে। এরাজ্যে এখন আর শীতের দেখা মিলে না। বন ছিল ত্রিপুরার গর্ব, সেই বনই আজ ধ্বংসের মুখে। এই ধ্বংস বন্ধ করিয়া বন সৃজনে পূর্ণ আত্মনিয়োগ না করিলে আগামী দিনে অনেক বেশী মাশুল দিতে হইবে। বন বাঁচিলেই জীবন বাঁচিবে। সভ্যতার ঊষা লগ্ন হইতেই পৃথিবী লালিত হইয়াছে প্রকৃতির অসীম দানে। কিন্তু, যদি বন না বাঁচে, ধ্বংস হইতেই থাকে, তাহা হইলে আমাদের সভ্যতাই এক সময় তলাইয়া যাইবে। ত্রিপুরার মানুষ শুধু নহে, আজ বিশ্ববাসীকে আরও বেশী সজাগ হইতে হইবে।

কেআইএফএফ চেয়ারপার্সনের পদ থেকে সরার জন্য কোনও অফিশিয়াল চিঠি পায়নি: প্রসেনজিৎ

কলকাতা,৮ আগস্ট (হি.স.) : বেশ কিছু দিন ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব (কেআইএফএফ)-এর চেয়ারপার্সনের পদ থেকে নাকি অপসারণ করা হবে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কেঊ কবে অপসরন করা হবে, আর কেনই বা অপসারণ করা হবে এই বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নিঊতাছাড়াও চেয়ারপার্সনের পদ থেকে অপসাধরণ ক্ষেত্রে কোনও অফিশিয়াল চিঠিও পাননি অভিনেতাঊ

এই প্রসঙ্গে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কেআইএফএফ-র চেয়ারপার্সন হিসেবে আমি কয়েকটা মিটিংয়ে থাকতে পারিনি ঠিকই। আমি সেই সময় উত্তরবঙ্গ ও লক্ষ্ণৌতে শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তবে, এই বিষয়ে আমি কোনও অফিশিয়াল চিঠি বা কমিটির পক্ষ থেকে কোনও ধরনের ইঙ্গিত পাইনি'।

খিদিরপুর ঝুপড়িতে বিধ্বংসী আগুন

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি স): খিদিরপুর ঝুপড়িতে বিধ্বংসী আগুন লেগেছে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। কালো ধোঁয়াতে ঢেকে যায় গোটা এলাকা। লালবাজার কন্টোল রুম থেকে বলা হয়েছে, এদিন ডক ইস্ট বাউন্ডারির অদূরে বাস্কেল ব্রিজের কাছে দক্ষিণ বন্দর থানা এলাকায় এই আগুন লাগেঊ ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের চারটি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন দমকলকর্মীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে স্থানীয় পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারাও আগুন নেভানোর কাজে নেমে পড়েছেন। দমকলের কন্টোল রুম 'হিন্দুস্থান সমাচার'কে জানিয়েছে।

পশুপ্রেমীদের জন্য দুঃসংবাদ, বান্ধবগড় ন্যাশনাল পার্কে মৃত্যু বাঘিনীর

উমারিয়া (মধ্যপ্রদেশ), ৮ আগস্ট (হি.স.): পশুপ্রেমীদের জন্য অত্যন্ত দুঃসংবাদ! বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় ন্যাশনাল পার্কে মৃত্যু হল বাঘিনীর (টি-২৩)ঊ গত ২৬ মার্চ অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল ১৭ বছর বয়সি ওই বাঘিনীটিকেঊ তিন মাসেরও বেশি সময় অসুস্থ থাকার পর, বুধবার গভীর রাতে মৃত্যু হয়েছে টি-২৩ বাঘিনীরঊ ১৭ বছর বয়সি ওই বাঘিনীর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছেঊ

ভারতের বিভিন্ন জাতীয় উদ্যানের মধ্যে অন্যতম হল মধ্যপ্রদেশের উমারিয়া জেলার বান্ধবগড় ন্যাশনাল পার্কঊ ১০৫ কিলোমিটার বিস্তৃত বান্ধবগড় ন্যাশনাল পার্ককে ১৯৬৮ সালে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিলঊ পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় ন্যাশনাল পার্কঊ এই প্রথম নয়, এর আগেও বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যানে মৃত্যু হয়েছিল বাঘের।

পঞ্চসায়রে শ্বশুরবাড়িতে জামাইয়ের ঝুলন্ত দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স) : শ্বশুরবাড়িতে এসে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল জামাইয়েরঊ ঘর থেকে উদ্ধার হল জামাইয়ের ঝুলন্ত দেহঊ ঘটনাটি ঘটে বুধবার রাতে পঞ্চসায়রেঊ বৃহস্পতিবার সকালে মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশঊ মৃতের নাম অরিজিত দত্ত। এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

পেশায় অটোচালক অরিজিত দত্ত বুধবার রাতে যান পঞ্চসায়রে তাঁর শ্বশুরবাড়িতেঊ জানা গিয়েছে, সেখানে গিয়ে খোস মেজাজেই ছিলেন তিনিঊ এমনকি রাতের খাওদাওয়াও সারেন তিনিঊ এরপরেই শুতেও চলে যান একটি ঘরেঊ যদিও সেই ঘরে সারারাত একাই ছিলেন তিনিঊ সকালে তাঁকে বহুক্ষণ ডেকে সাড়া না পাওয়া গেলে শুরু হয়ে যায় শোরগোলঊ বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে যায় প্রতিবেশীরাঊ সেই সময় দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকলে সিলিংয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায় তাঁকেঊ পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেহ উদ্ধার করে পুলিশঊ পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয়, অনেকদিন ধরেই দেনাপাওনা জনিত কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন অরিজিতঊ তার জেরেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে সে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছেঊ অন্যদিকে, প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলেই মনে করছে পুলিশঊ ইতিমধ্যেই দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছেঊ যদিও পুলিশের দাবি, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই ঘটনাটি খুন না আত্মহত্যা তা সঠিক ভাবে বলা যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের অনলে

বিনোদ ঘোষাল

জন্মসূত্রে আমি বৈষ্ণব পরিবারে ছেলে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখে আসছি মস্ত ঠাকরঘর, সেই ঘরে সিংহাসনে রাধা ও কৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ। তার নিত্যসেবা। সারাদিন ভক্তদের আসা-যাওয়া। ভক্তদের অধিকাংশই বাবার বন্ধু। তাঁদের অনেকেরই থাকত লম্বা চুল, নাক থেকে শুরু করে কপাল পর্যন্ত তিলক। গলায় তুলসীর মালা। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি অথবা ফতুয়া। আমার বাবার গলাতেও দই প্যাঁচ দেওয়া তুলসীর মালা ছিল। আমৃত্যু। আগুন গহ্বরে বাবাকে পৌঁছে দেওয়ার আগের মুহূর্তে সেটা খুলে নিয়েছিলাম। আজও আমার কাছে রাখা যাচ্ছে।

যাক সে অন্য কথা। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, বাবা ও তাঁর বৈষ্ণব বন্ধুরা পরস্পরের সঙ্গে দ্যাখ্যা হলেই 'কেমন আছেন?' 'শরীর কেমন?', 'ভাল আছেন তো?'---এই ধরনের প্রচলিত বাক্যগুলো ব্যবহার না করে বলতেন 'জয় রাধে' অথবা 'রাধে রাধে' অথবা 'রাধেকৃষ্ণ'। দুইপক্ষেরই একই---বেশ মজা লাগত আমার। আমিও শিখে নিয়েছিলাম। বলতাম। মজা লাগত। একটু বড় হওয়ার পর বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম---'তোমাদের এই পারস্পারিক সম্বোধনে সবসময় রাধার নাম আগে কেন? কিংবা শুধুই রাধে কেন? বাবা উত্তরে সামান্য হেসে একটাই কথা বলেছিলেন, 'আগে প্রেম, তারপরে প্রেমিক।'ঠাকুরঘরের আলমারিতে আজও সার সার রাখা রয়েছে শ্রীমদ্ভগবদের প্রতিটি খণ্ড থেকে ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, গীতগোবিন্দ থেকে শুরু করে আরও অনেক অনেক। আমি কয়েকবার সেগুলো আগ্রহবশে পড়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দাঁত ফোটাতে পারিনি। কী কঠিন। হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। বাপ-ঠাকুরদার প্রেমের জগতে আমার ঠাঁই হবে না--- নিজেকে বুঝিয়ে ফেলেছিলাম আমি। কিন্তু তখন সম্ভবত ক্লাস টুয়েল্ভ। পাড়ার লাইব্রেরীতে তখন আমার প্রায় রোজই আসা-যাওয়া। একদিন ক্যাটালগে দেখলাম একটা বইয়েরনাম 'রাধাকৃষ্ণ'। লেখকের নাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তখনও আমার কাছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মানে, মূলত কাকাবাবু। 'রাধাকৃষ্ণ'। রাজস্থানি পেইন্টিং-এর আদলে আঁকা। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর বইটা হাতে নিয়ে বসলাম। খুব যে আগ্রহ ছিল তা নয়। ঠাকুরবানির ছেলে হওয়ার চাপা অহংকারে আগেই ভেঙে নিয়েছিলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের থেকে রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে অনুভূতি এবং জ্ঞান আমার একটু বেশিই হবে। বাড়িতে এত মোটা মোটা বই আর সেখানে ই দেড়শো পৃষ্ঠার ফিনাফিনে বইতে কী আর থাকবে। তবু পড়তে শুরু করলাম।

'গাছগুলোর মাথায় এসে পড়েছে নতুন সূর্যের আলো, কিন্তু নীচে এখনও অন্ধকার। রাতের ঘুম এখনও ভাঙেনি, এর মধ্যে ভোর এসেছে। বাগানে শিশিরভেজা কুসুমকিল সবেমাত্র ফুটি ফুটি, বাসা থেকে পাখিরা মুখ বের করে ভাবছে ডাকবে কী ডাকবে না, এ কি পূর্ণচাদের জ্যোৎস্না, না দিনমণির আলো? গোয়ালে গুরুগুলো শিং নেড়ে নেড়ে মশা তাড়াচ্ছে। এই সময় দূরে শানা গেল ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ।'

প্রথম প্যারাটি পড়লাম। অপূর্ব এক ভোরের বর্ণনা, যেন আমি নিজেই সেই ভোরে সাক্ষী হচ্ছি। আচমকাই সেই ভোরের নিশ্চুপ স্নিগ্ধতাকে ভাঙতে শুরু করল—'ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ'। এত ভোরে ঘোড়া কেন? কোনও বিশেষ কারণ? বাস, সুনীল-ম্যাজিক শুরু। দশম পৃষ্ঠায় যখন পৌঁছলাম দেখি বনপথে নবমবর্ষীয়া রাধা তার সখীদের সঙ্গে যাচ্ছে। পথমধ্যে দেখা হল নন্দ ঘোষের সঙ্গে। তাঁর কোলে বালক শ্রীকৃষ্ণ। রাধা তাকে কোলে তুলে হামি খেল। যাত্তেরি। 'শিশু কৃষ্ণের মুখ চুম্বন করে কোল থেকে নামিয়ে দিল বালিকা রাধা।' এ তো পুরো বাৎসল্য রস। প্রেম কই প্রেম?

পৃষ্ঠা উল্টাই। রাধাকৃষ্ণের প্রেম খুঁজতে থাকি। কোথায় কী। কৃষ্ণ বড় হচ্ছে একদিকে, আর অন্যদিকে কিশোরী হচ্ছে রাধা। 'রাধা এখন বারো বছরের কিশোরী। আয়ত চোখ দু'টির ওপর স্নিগ্ধ ছায়া ফেলেছে ঘন পল্লব। চম্পক বর্ণ আরও ফেটে পড়ছে। পিঠ ছেয়ে আছে মেঘবর্ণ চুল। মুক্তাপাঁতির মতো ঝকঝকে দাঁত।;এই সামান্য বর্ণনাতেই আঠারো বছরের আমি বারো বছরের কিশোরীটিকে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বইটা নিয়ে আসা, রাধাকৃষ্ণের প্রেম কই?

প্রেম......কই?

সই হে দেখ রাই সব তনু শোভা
রতিরণ রসে অতি,
মর্দন হইল সতী,
তথাপিত হরি নোলোভা।
আলাইলো নিবীবদ্ধ, শিথিল
কিঙ্কিনিবন্ধ, খসিল কুঞ্চলী বন্ধ
আর।
খসিল কবরী বেণী, হিলোলয়ে
পিঠে জানি
অভিক মুকতি ভেল তার।

বিদগধ মাধবের এমন বর্ণনা সোজা বাংলায় কই.........কোথায়? যুগলের একটু মাখোমাখো প্রেমের কাহিনি পড়ব। বিরহের তাপে আমিও সামান্য তাপিত হব। তা নয়......কৃষ্ণ শুধু গোষ্ঠে যায়। সুদামা, সুবল, বলরাম সখাদের সঙ্গে খ্যালে। আর ওদিকে বৃষভানুর কন্যা রধার রূপ সুন্দর থেকে সুন্দরতম হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, বইটি পড়তে পড়তে একটা বিষয় আমি অপলব্ধি করছিলাম, এই কাহিনিতে রাধা আর কৃষ্ণ ঠিক শ্রীমদ্ভগবদের পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ নয়,আর রাধাও হ্লাদিনীশক্তির অংশ নয়, এ যেন এক গ্রাম্য ছেলেমেয়ের গল্প। তাদের বেড়ে ওঠা, আটপৌরে ঘরোয়া জীবন। মনে হচ্ছিল,এই জীবনটা কোনও অলৌকিক নয়। আমার পাড়ায় গল্প। এই কৃষ্ণকে যেন আমি খুব কাছ থেকে চিনি আমার ইশকুলের খুব সুন্দর অথচ প্রবল ডানপিটে ছেলেটিই শ্রীকৃষ্ণ। না না কানু........। হ্যাঁ, এই নামেই সে পরিচিত।

দেড়শো পৃষ্ঠার বইয়ের মধ্যে পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা শেষ হয়ে গেল। রাধাও একা রাধারমণও একা। তারপর সহসাই কালীয়দহের ভয়ংকর সর্পকে বিনাশ করে সে যখন জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসছে, তার জন্য ডাঙায় অপেক্ষারত শত শত মানুষ। 'সই ভিড়ের মধ্যে কানু বিশেষ করে দেখল একটি নারীকে। তার রূপ আর সরকলকে ছাপিয়ে, এই পৃথিবী ছাপিয়ে যেন আকাশ ছুঁয়েছে। পিঠের ওপরঢাল হয়ে আছে একরাশ চুল। ভ্রমরকালো চোখের ওপর বড় বড় পল্লব। তাব গ্রীবা যেন নদীর একটি তরঙ্গ।

সেই রমণী তার কাছে আসেনি। তবু দূর থেকে তার দৃষ্টিতে যেন ঝরে পড়ছে মুগ্ধতার আলো। শুধু সেই একজনের দৃষ্টিতেই কানুর সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল। কানুর মনে হল, সে যে জীবন তুচ্ছ করে ওই সাপটার সঙ্গে লড়তে গিয়েছিল, তা ওই একজনের দৃষ্টির জন্যই সার্থক হয়ে গেল। অতখানি সুধা মানুষের দৃষ্টিতে থাকে? কানু সেই রমণীকে আরও কাছ থেকে দেখতে চাইল, শুনতে চাইল তার মুখের একটি কথা। কিন্তু পারল না। ভিড়ের মধ্যে যেন সমুদ্রের ঢেউ এসে লেগেছে। রাখাল বালকরা জোর করে কানুকে কাঁধে তুলে নাচতে নাচতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। কানু ঘাড় ঘুরিয়েও আর দেখতে পেল না।

তারপর? ব্যস, তারপর যা হয়। কালীয়নাগের মতো অজগরকে খালি হাতে দমন করতে পারে সে কি না পরদিন থেকে একেবারে কাতর। গোষ্ঠে যেতে মন নেই, সখাদের সঙ্গে খেলার আগ্রহ নেই, বাঁশিটিও বাজাতে আর ইচ্ছে করে না। সখারা ভাবে হল কী?

সুবল সখার পীড়াপীড়িতে কানু বলল, 'তার মাথার চুলে ছিল সিঁদুরের টিপ। যেন সজল মেঘে নতুন সূর্য উঠেছে। সোনার পদ্মের মতো তার মুখ, তাই দেখেই যেন চাঁদ লজ্জা পেয়ে দু'লক্ষ যোজন দূরে চলেগিয়েছে। তার কাজল টানা চোখ দু'টি খুবই উজ্জ্বল অথচ যেন আলস্যমাখা। তার কোমর খুব সরু, কিন্তু গুরুভার নিতম্বদেশ। সে রাজহংসীর মতন ছন্দোময় ধীর ভাবে হাঁটে.........' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় থাঁর উপন্যাসে কানু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণর মুখ থেকে শ্রীরাধিকার রূপ বর্ণনা করছেন এইভাবে।

সুবল তখন বন্ধর অবস্থা বুঝতে পেরে কানুকে জিজ্ঞাসা করছে---'তুই কার কথা বলছিল? গোপপল্লিতে তো সুন্দরীর অভাব নেই।' কানাই সঙ্গে সঙ্গে বলছে, 'না না, এমন সুন্দর এই জগতে শুধু একজনই। শত ভিড়েও আমি তাকে ঠিক চিনে নেবে।'

আমি ওইটুকু পড়েই থেমে গিয়েছি। আমারমনে পড়ছে বাবুনদার কথা। বাবুনদা বয়েজ স্কুলের তখন ক্লাস নাইন। একদিন স্কুল ছুটির পর ফেরার সময় দ্যাখে , রাস্তায় সাদা শাড়ি নীল পাড় সাইকেল থেকে নেমে নিজের লেডিবার্ডের চেন-এ জড়িয়ে যাওয়া শাড়ির পাড় ছাড়াতে ব্যস্ত। কিন্তু কিছুতেই পারছে না। বাবুনদা দোনামনা করে নেমে পড়ল। সাদার ওপরনীল পাড় মানে, ইলেভেন কিংবা টুয়েল্ভ। গার্লস স্কুলটার নাইন-টেন সাদা শাড়ি সবুজ পাড়।

---আমি একবার দেখব?

হায়ার সেকেন্ডারিশাড়ি জড়ানো চেন-এর থেকে মুখ তুলে চাইল ক্লাস নাইনের দিকে। বাবুনদা ওই তাকানোতেই কাত। সাপের মতো লম্বা বেণি। নীল ব্লাউজ ভিজে উঠেছে ঘামে। ফরসা মুখটাও লাল হয়ে গিয়েছে। লম্বাটে আদুরে মুখখানায় দু'টি দিঘল ভ্রমরকালো আঁখি। নিটোল ফরসা দু'টি হাতের গোলাপি আঙুলগুলিতে চেন-এর কালি লেগে গিয়েছে। সে কিছু বলল না শুধু চাউনির অসহায়তাতেই বুঝিয়ে দিল---'দ্যাখো'।

বাবুনদা নিজের সাইকেল রাস্তারমাঝেই স্ট্যান্ড করে লেগে গেল ক্লাস টুয়েল্ভের সাইকেলের চেন থেকে শাড়ির পাড় ছাড়াতে, আর দেখতে পেল মোমের মতো মসৃণ দু'টি পায়ের গোছ। তিলফুলের মতো নাসা, মনকেমন করা মহুয়া ফুলের মতো গন্ধ। কখনও যেন চেন থেকে শাড়ির পাড় ছেড়ে গেল,কিন্তু বাবুনদা জড়িয়ে পড়ল সেই চেন-এর প্রতি খাঁজে। আর তার কিছুই ভাল লাগে না। গালর্স স্কুলের ছুটির সময় সেই স্কুলের সামনে গিয়ে ছেলেদের দাঁড়ানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বন্ধুরা দ্যাখে বাবুন আর বিকেলে ফুটবল পেটাতে আসে না, সাইকেল রেস করে না। কারও সঙ্গে কথাও বলে না। সুবল সখারা গিয়ে চেপে ধরল ওকে। বাবুন বলল সব। 'কিন্তু ওই স্কুলে বারোশো ছাত্রী, কীভাবে খুঁজবি?'

'আমি একবার দখেলেই চিনে যাব। ওই মুখ আমারমনে গেঁথে গিয়েছে।'

বাবুনদা সেই ক্লাস টুয়েল্ভের সঙ্গে আরেকবার দ্যাখ্য করার জন্য প্রায় পাগল হয়ে গেল। কিন্তু কিছুকেতই আর সুযোগ আসে না। শেষে একদিন হয়েগেল ওদের দ্যাখ্যা।

আমি উপন্যাসে মন ফিরিয়ে পড়ি, রাধার সঙ্গে অবশেষে কানুর দ্যাখা হল পথে। কিন্তু রাধা কিছুতেই কানুর প্রস্তাবে রাজি নয়, সে কখনও বলে 'আমি তোমার থেকে বয়সে বড়'। কানু উত্তর দেয়---'সুন্দরের কোনও বয়স আছে না কি?'

---আমি যে পরের ঘরনি।

---তুমি যেখানে ঘরনি আছে, তা থাকো, কিন্তু এখানে তো এটা কারও ঘর নয়। এখানে মাথার ওপরে আকাশ, চারদিকে কোনও দেওয়াল নেই। এখানে আমার মনে হয়, আমিই সবকিছুর অধিপতি, এখানে তুমি আমার।

উপন্যাসের চরিত্রদ্বয় আমার কাছে ততক্ষণে এত কাছের, এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আমার আর মনে পড়ছে না এই দু'জন মানব-মানবী নয়, স্বয়ং পুরুষোত্তম প্রেম নিবেদন করছেন প্রকৃতিকে। সেখানে প্রেমে বয়স, আত্মীয়তা, পরকীয়া কোনও কিছুই গ্রাহ্য নয়, কিছুই অবৈধ নয়।

ক্লাস নাইনের বাবুনের কাছেও ক্লাস টুয়েল্ভের মিতালি হার মেনেছিল একসময়। বেশ কিছদিনি চিঠির আদানপ্রাদান। যমুনা নয়, ঝিলের ধারে বিকেলে একদিন একটু দ্যাখ্যা। তারপর আবার অনেকদিন অদর্শন।। দু'জনেই বিরহে কাতর। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, রাধাকৃষ্ণর প্রেমরস, লীলা নিয়ে আমি ছোটবেলা থেকে বাড়িতে আলোচনা কিছু কম শুনিনি, কিন্তু প্রতিবারই মনে হত, সে হল ঠাকুরদেবতাদের প্রেম। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েরএই ক্ষীণতনুর উপন্যাসটি আমাকে প্রথম এই অনুভূতি দিল প্রেমে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নয়, বিরহে কাতর এক অতি সাধারণ গোপরাখাল কানাই। আর রাধা রাজা বৃষভানুর পুত্রী, কিংবা আয়ন ঘোষের স্ত্রী মাত্র নয়, কিংবা নয় সে হ্লাদিনীশক্তি, সেও আসলে কানুর প্রেমে পাগল এক অতি সাধারণ গোয়ালিনি মেয়ে। যাদের প্রেমের কথা পড়তে পড়তে আমার অতি সহজেই মনে চলে আসে সেই বাবুনদা আর মিতালিদির কথা। শুধু পার্থক্য একটাই—প্রেম যে অবৈধ নয়, হতে পারে না, তা প্রমাণ করতেই স্বয়ং বিশ্বপিতার জড়িয়েছিলেন এমন সম্পর্কে, আর সেই সম্পর্ককে আমরা যুগের পর যুগ ধরে পুজো করছি, অথচ একদিন পাড়ার লোকেরা মিতালি ও বাবুনকে সন্ধেবেলা একটা ছাতিমগাছের নীচে পরস্পরকে চুমু খেতে দেখে ফেলেছিল। বয়সে তিনবছরের ভড় মেয়ের সঙ্গে প্রেম, তার ওপরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চুমু। এলাকা সংস্কৃতিমান মানুষ বিড় করে এসে নানা পদ্ধতিতে ওদের দু'জনকে বুঝয়েছিল---তোমার অবৈধ, তোমরা অবৈধ, তোমরা অবৈধ। শ্রীকৃষ্ণ চলে গিয়েছিলেন মথুরায়। রাজা হয়ে গেলেন। আর রাধা আজীবন যুমনার তীরে একাকী অপেক্ষায়। বাবুনকে তার বাবা-মা আর পাড়ায় রাখেননি। দূরে মামাবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বরাবরের জন্য। আর মিতালিদির আপক্ষা করার জন্য কোনও যমুনা ছিল না, ও জায়গা নিয়েছিল সেই ঝিলের একেবারে গভীরে। যে খানে আর কেউ কখনও তাকে বলতে পারেনি---তুমি অবৈধ, তুমি অবৈধ। জলজরা বৈধ-অবৈধ বোঝে না মানুষের মতো। **(সৌজন্যে প্রতিদিন)**

কখনওই অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতায় যাননি

জয়ন্ত ঘোষাল

সুষমা স্বরাজ-কে প্রথম দেখেছিলাম লালকৃষ্ণ আদবানির দিল্লির পান্ডারা পার্কের বাড়িতে। '৮৭ সালের কথা বলেই মনে হচ্ছে। তখন কী ঝকঝকে এক সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব। ওঁর সুন্দর হিন্দি শুনে মুগ্ধ হয়ে যাই। কী সুন্দর সুন্দর শব্দ ব্যবহার করতেন। সংস্কৃত ভাষার উপরও বেশ দখল ছিল। তখন বিজেপি দলে সর্বময় কর্তৃত্ব আদবানির। ওই সিন্ধি নেতা তখন এক নবীন টিম তৈরি করতে খুব ব্যস্ত। একঝাঁক নবীন নেতাকে তৈরি করেন আদবানি। যার মধ্যে ছিলেন প্রমোদ মহাজন, সুষমা স্বরাজ, বেঙ্কাইয়া নায়ডু। গোবিন্দাচার্য আরএসএস থেকে দলে আসেন, তবে তিনিও আদাবানির খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। অরুণ জেটলি সুপ্রমি কোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। তাঁকেও আদবানি দলে নিয়ে এলেন, তবে একটু পরে। নরেন্দ্র মোদিও এসেছেন পরে। জাতীয় রাজনীতিতে না -থেকে তিনি চলে যান গুজরাত।

সুষমাকে খুব স্নেহ করতেন আদবানি। সুষমা কখনওই আর এস এস করেননি, বিজেপিও করেননি। আর এস এস তাই প্রথমে সুষমাকে দলে আনতে খুব আগ্রহী ছিল না। কিন্তু এই ধরড়ের ল্যাটারাল এন্ট্রি বিজেপিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজন---এ ছিল আদবানির অভিমত। এরপরেও আদবানিকে সি পন্থা থেকে কুমারমঙ্গলম (রঙ্গা)-র মতো নেতাকে দলে এনেছিলেন। আরএসএস অবশ্য পরে সুষমাকে খুব পছন্দ করতে থাকে। হরিয়ানার ব্রাহ্মাণ-কন্যা সুষমা চৌধুরী, দেবীলালের 'লোকদল'-এর নেত্রী ছিলেন। হরিয়ানায় দেবীলাল '৭৭ সালে যখন মুখ্যমন্ত্রী হন, তখন সেই লোকদল-বিজেপি মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন কনিষ্ঠতম মন্ত্রী। ২৫ বছর বয়স তখন ওঁর । 'জরুরি অবস্থা'-র বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর, জজ ফার্নান্ডেজ এবং দেবীলাললের চোখে পড়েন সুষমা। সুষমা তখন ছাত্রী। কলেজে বিতর্ক করে চণ্ডীগড়ে, হরিয়ানায় সুষমার খুব নামডাক হয়ে যায়। এতটাই নাম হল যে বিতর্ক করতে সুষমা ডাক পেতে লাগলেন দিল্লির কলেজ থেকে।

সুষমার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল—তিনি চিরকাল দলের খুব অনুগত ছিলেন। তাঁকে বেলারিতে সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে ১৯৯৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ভোট লড়তে পাঠানো হল। তিনি রাজি হয়ে গেলেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি বেলারিতে গিয়ে রীতিমতো কন্নড় ভাষাই শিখে ফেলেছিলেন। দিল্লির নির্বাচনের সময় মদনলাল খুরানা আর সাহাব সিং ভার্মার ঝগড়ার পটভূমিতে বিজেপি ভোটের মুখে সুষমাকে কিছুদিনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হতে বললেও তিনি রাজি হন। ভোটে হার হল বিজেপির, শীলা দীক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী হলেন। সবাই জানতেন, ভোটের ফল কী হবে, তবু তিনি রাজি হন। তখন অন্য কোনও বিজেপি নেতা কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিল্লির দায়িত্ব নিতে রাজি হননি। সুষমা তখন তিনমাসের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হন। দলে সুষমার ইউএসপি ছিল তাঁর সুন্দর ভারতীয় এক হিন্দু নারীর ভাবমূর্তি। ছোট পরিবার ছিল ওঁদের। স্বামী স্বরাজ কৌশল সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ছিলেন। দেশের সর্বকনিষ্ঠ রাজ্যপাল হয়েছিলেন তিনি। মিজোরামে। আবার সুষমা নিজেও সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী হিসাবে প্র্যাকটিস করতেন। আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে জন্ম হলেও চণ্ডীগড়েই কেটেছে কৈশোর। কন্যা বাঁশরী অক্সফোর্ডের স্নাতমক, তারপর ব্যারিস্টারি করেন, ইনার টেম্পল থেকে। এখন সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করেন। বছর দুয়েক আগে একদিন সকালে হঠাৎ মোবাইলে এসএমএস করতে করতে আচমকা বাঁশরীর মাথা ঘুরে যায় এবং অজ্ঞান হয়ে যান। মা পাশে ছিলেন না। বাবা কালক্ষেপ না করে মেয়েকে গাড়িতে বসিয়ে এইমসে নিয়ে চলে যান। ভর্তি করে দেওয়া হয় আইসিইউতে। ভয়ংকর একটা সেরিব্রাল স্ট্রোক থেকে বেঁচে যান সেবার বাঁশরী, শুধু বাবার সঙ্গে সঙ্গে এইমসে নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য। মেয়েকে নিয়ে তাই খুব দুশ্চিন্তা করতেন সুষমা। ওঁর ওজন কমানোর জন্য সবরকম পরামর্শ দিতেন তিনি। আর বাবা -মা দু'জনে মিলে বলতেন, 'তোমার শরীরটার হাল কী হচ্ছে দেখছে? সেটা ঠিক কি করবে?' সুষমার হাই সুগার ছিল। ইনজেকশন নিতে হত ইনসুলিনের। তবু খাওযার শেষপাতে একটু আইসক্রিম বা মিষ্টি তাঁকে খেতেই হবে, তা না হলে কিছুতেই হবে না। এখদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—সুগার আছে তবু মিষ্টি খাচ্ছেন কেন? জবাবে বলেন, 'ও আমি ডাক্তারকেও বলেছি, একটু ভ্যানিলা অইসক্রিম নাহলে আমার চলবে না।' **(সৌজন্যে প্রতিদিন)**

বৃহস্পতিবার রাবার নির্মানের উপর আয়োজিত সেমিনারে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা ও টিআইডিসির চেয়ারম্যান টিংকু রায়। ছবি- নিজস্ব।

শতাব্দী রায়কে তিন ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ ইডির

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): সারদা কাণ্ডে তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়কে ফের বৃহস্পতিবার তিন ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। ২০১১ সালের পর থেকে সারদা থেকে শতাব্দী রায় কেন, কোন খাতে মোটা টাকা নিয়েছিলেন সে ব্যাপারেই মূলত তাঁর কাছ থেকে তথ্য চান তদন্তকারীরা। শুধু তা নয়, সারদার কর্ণধার সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে কার মাধ্যমে তাঁর প্রথম যোগাযোগ হয়েছিল ? চুক্তির শর্ত কী ছিল ? এব্যাপারে কোনও লিখিত চুক্তি ছিল কিনা সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় শতাব্দী রায়ের কাছ থেকে।

বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ শতাব্দী রায় সল্টলেকের ইডি দফতরে পৌঁছন। তিনি এদিন ইডি দফতরে ঢোকার সময়ে কোনও মন্তব্য করেননি। তবে ইডি সূত্রে খবর, জুলাই মাসে তাঁকে তলব করা হলে তিনি সময় চেয়েছিলেন। সেই সমনের জের ধরেই শতাব্দী রায় এদিন ইডি অফিসে হাজিরা দেন। সেই সঙ্গে টাকা ফেরতের বিষয় নিয়ে ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে আইনি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন।

সারদা গোষ্ঠীর সঙ্গে টাকা লেনদেনের সূত্র ধরে এর আগেই ইডি এবং সিবিআই বীরভূমের তৃণমূল সাংসদ, অভিনেত্রী শতাব্দী রায়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছিল। সূত্রের খবর, এর আগে সারদার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ অস্বীকার করেছিলেন শতাব্দী। তিনি জানিয়েছিলেন, সারদার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যডর তিনি ছিলেন না। সারদার হয়ে কোনও বিজ্ঞাপনেও তিনি অভিনয় করেননি। কিন্তু সূত্রের খবর, সম্প্রতি ইডি তাঁকে ফের নোটিশ পাঠালে, শতাব্দী চিঠি দিয়ে তদন্ত এজেন্সিকে জানান তিনি সারদার ২৯ লক্ষ টাকা ফেরত দিতে রাজি। ইডির আধিকারিকদের দাবি, সারদা গোষ্ঠী থেকে শতাব্দী প্রায় ২৯ লাখ টাকা পেয়েছিলেন। তিনি তদন্তকারীদের জানিয়েছেন যে, সারদা গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর ব্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসাবে চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী ওই টাকা তিনি সুদীপ্ত সেনের সংস্থার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এরপরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, সারদার থেকে কোন খাতে ওই টাকা নিয়েছিলেন শতাব্দী রায়। তাঁকে পারিশ্রমিক দেওয়ার কোনও কারণ তো থাকবে ? তা ছাড়া এতোদিন পর কেন টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলছেন তিনি। আগে কেন তাঁর বিবেক জাগ্রত হয়নি। তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ তাপস পাল রোজভ্যালির হয়ে অনেক জায়গায় চিঠি লিখেছিলেন। শতাব্দীও সে রকম কিছু করেছিলেন কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে।

তদন্ত চলাকালীনই গত মাসের শেষ সপ্তাহে শতাব্দী রায় ইডি আধিকারিকদের চিঠি দিয়ে জানান যে, তিনি সারদা থেকে পাওয়া টাকা ফেরত দিতে আগ্রহী। এর আগে ইডি, সারদা মামলায় বক্তব্য রেকর্ড করে অভিনেতা এবং প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মিঠুন চক্রবর্তীর। ইডির তদন্তে উঠে এসেছিল, মিঠুনের সঙ্গেও সারদা গোষ্ঠীর আর্থিক লেনদেন। মিঠুনও সেই টাকা ফেরত দিয়ে দেন।

তৃণমূল অবশ্য দলের সাংসদদের এ ভাবে জেরার জন্য ডাকাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলেই মন্তব্য করেছে।

জীবনশৈলির দ্রুত পরিবর্তনের জন্য বাড়ছে হৃদরোগীর সংখ্যা

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি . স.) : বছরে অন্তত একটা দিন পরিবারের সবাইকে নিয়ে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করান। সুস্থ থাকার বিধান হিসাবে এই দাওয়াই দিলেন চিকিৎসক জয় বসু। তাঁর মতে, জীবনশৈলির দ্রুত পরিবর্তনের জন্য বাড়ছে হৃদরোগীর সংখ্যা। এই অস্ত্রোপচার অনেক বিজ্ঞানসম্মত এবং ঝঞ্ঝাটমুক্ত হচ্ছে। কিন্তু মানুষকে সুস্থ রাখতে উদ্যোগী হতে হবে নিজেকেই।

কীভাবে বিজ্ঞানসম্মত এবং ঝঞ্ঝাটমুক্ত হচ্ছে বাইপাস সার্জারি, কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পর্দায় তা ব্যাখ্যা করলেন অ্যাপেলো গ্লেগালসের কার্ডিও থোরাসিক অ্যান্ড ভাসক্যুলার সার্জারি বিভাগের অধিকর্তা সুশান মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "চিরাচরিত অস্ত্রোপচারে যেখানে বুকে অন্তত ১০"-১২" কাটতে হত, 'মিনিমালি ইনভেসিভ কার্ডিয়াক সার্জারি' (এমআইসিএস)-তে সেটা কাটতে হচ্ছে ইঞ্চি দুইয়ের মত। খরচ সামান্য বেশি হলেও রোগীর রক্তক্ষরণ এবং কষ্ট হচ্ছে কম। আরোগ্য হচ্ছে দ্রুত। ব্যস্ততার জীবনে নিছক উপশমের জন্য কে আর শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে চান?

এমআইসিএস আরও আধুনিক হয়েছে বাইল্যাটটারাল ইন্টারনাল ম্যামারি আর্টারি (বিমা)-র মাধ্যমে। পূর্বভারতে এ ব্যাপারে তাঁরাই পথিকৃত দাবি করে সুশানবাবু সাংবাদিকদের বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের লক্ষ্য ১০০ শতাংশ আরোগ্য। যাঁদের অস্থিরোগ আছে বা সত্তরোর্ধদের শারীরিক সীমাবদ্ধতার জন্য এ রকম অস্ত্রোপচার অত্যাবশ্যক। চিরাচরিত প্রথায় অন্যত্র অস্ত্রোপচার করা এক রোগীর ক্ষতের অবস্থাও পর্দায় দেখান চিকিৎসকরা।

এই সঙ্গে তাঁরা বলেন, আগে সাধারনত বয়স্করাই হৃদরোগে আক্রান্ত হতেন। এখন মহিলার এবং কম বয়সীরা তুলনায় বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। জয়বাবু বলেন, "আমি কর্মসূত্রে দীর্ঘকাল চেন্নাইয়ে ছিলাম। সেখানে নিয়মিত ট্রেনযাত্রীদের অনেকেই স্টেশনে ওজন মাপার যন্ত্রে নিজেদের ওজন মাপেন। লক্ষ্য রাখেন এর পরিবর্তনের ওপর। এই সচেতনতার এক শতাংশ পূর্ব ভারতে দেখা যায় না। এখানে অসুস্থ হলেই লোকে চিকিৎসকের কাছে যান। আমরা কম খরচে স্বাস্থ্যপরীক্ষার আধুনিক প্যাকেজ চালু করেছি। তাতেও লোকের আগ্রহ কম। নিয়মিত শরীরচর্চা এবং নিয়মমাফিক জীবনাচারণ ও খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে আমাদের অনীহা। এ সবের ওপর গুরুত্ব না দিলে ফল ভোগ করতে হবে নিজেদেরই। সতর্কতাই আমাদের প্রথম এবং শেষ কথা হওয়া উচিত।

দিলীপই নেতৃত্বের পথে, শনি-রবি রাজ্য বিজেপি-র চিন্তন বৈঠক

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.):২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বেই ঝাঁপাবে পার্টি। তবে, পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি-তে সহ পর্যবেক্ষক অরবিন্দ মেননের গুরুত্ব বাড়তে পারেঊ বিজেপির চিন্তন বৈঠকে রাজ্য সাংগঠনিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।

শনিবার এবং রবিবার রাজ্যে চিন্তন বৈঠক রয়েছে। দূর্গাপুরে সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং প্রত্যেক জেলা সভাপতি। এছাড়া প্রত্যেক সাধারণ সম্পাদক, মোর্চার সভাপতি ছাড়াও রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রায় সকলেই থাকবেন। পর্যবেক্ষকরাও থাকবেন ওই বৈঠকে।

বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি শিবরাজ সিং চৌহান সাংবাদিক সম্মেলনেই বলে গিয়েছেন, সাংগঠনিক স্তরে রাজ্য বিজেপির বড়সড় পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনাই নেই। সূত্রের খবর, সম্ভবত, সহ পর্যবেক্ষক অরবিন্দ মেননই রাজ্যের পূর্ণ দায়িত্ব সামলাবেন। রাজ্যের পর্যবেক্ষক হিসাবে কৈলাস বিজয়বর্গীয়র থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিজয়বর্গীয়কে অন্য কোনও বড় দায়িত্ব দিতে চান শীর্ষনেতারাঊ

রাজ্য বিজেপির অন্দরেই খবর, দার্জিলিং থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, দিলীপ যেভাবে দলের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছেন তা কেন্দ্রীয় পার্টিতে প্রশংসা পেয়েছে। সেই সঙ্গে মুকুল রায়-কৈলাস বিজয়বর্গীয়র চাণক্যনীতিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কার্যকরি হয়েছে বলে মনে করেছে কেন্দ্রীয় পার্টি। ২০২১ সালের আগে কেন্দ্র পার্টি 'উইনিং কম্বিনেশন' ভাঙতে চায় না। শেষ লোকসভা নির্বাচনে ১৮টি আসন নিয়ে বিজেপির অভাবনীয় সাফল্যের জন্য দিলীপ ঘোষকে ভালো নম্বর দিয়েছে পার্টি। অরবিন্দ মেনন এবং কৈলাস বিজয়বর্গীকে এক রাজ্যে ফেলে রাখতে চায় না বিজেপি।

এনএমসি বিলের প্রতিবাদে পথে কলকাতার চিকিৎসকেরা

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স): ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন বা এনএমসি বিলের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার প্রতীকী প্রতিবাদের পথে নামলেন কলকাতার সরকার-বেসরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ও জুনিয়র ডাক্তাররা। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বা আইএমএর ডাকে এদিন বুকে ব্যাজ লাগিলে প্রতীকী প্রতিবাদে সামিল হল কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকেরা।

যদিও প্রতিবাদের মধ্যেও এদিন স্বাধাবিক ছিল এআরএস হাসপাতালের আউটডোর। শুধু এনআরএস নয়, শহর কলকাতা থেকে শুরু করে রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসা পরিষেবা এদিন সকাল থেকেই স্বাভাবিক ছন্দে চলে।

দেশজোড়া চিকিৎসক ধর্মঘটের ২৪ ঘণ্টা আগে বুধবার কর্মসূচি প্রত্যাহার করে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বাক আইএমএ। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন এনএমসি বিলের বৃহস্পতিবার একদিনের কর্মবিরতি হওয়ার কথা ছিল আইএমএর ডাকে। যদিও বুধবার আইএমএর তরফে জানানো হয়, বৃহস্পতিবারের ধর্মঘট আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই যে সব চিকিৎসক সংগঠন আইএমএর এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে চিকিৎসকদের প্রতি কর্মবিরতির আহ্বান জানিয়েছিল, তারাও জানায়, আপাতত ধর্মঘট হচ্ছে না। ফলে বৃহস্পতিবার দেশ জুড়ে স্বাভাবিকই ছিল চিকিৎসা পরিষেবা।

দিল্লিতে বুধবার আইএমএর ইমার্জেন্সি অ্যাকশন কমিটির বৈঠক ছিল। তার পরেই জানানো হয়, কেন্দ্রীয় সরকার এনএমসি বিল নিয়ে সুর নরম করার কারণেই তারা আপাতত কর্মসূচি স্থগিত রাখছেন। প্রেস বিবৃতিতে সংগঠনের তরফে অবশ্য আরও কারণ দর্শানো হয়েছে। বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন আইএমএর প্রতিনিধি দলকে এনএমসির সংশোধনীর ব্যাপারে যে আশ্বাস দিয়েছেন, তার প্রতি আস্থা রাখা হচ্ছে। মাথায় রাখা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে উদ্ভুত পরিস্থিতি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের আকস্মিক প্রয়াণ এবং দেশের বেশ কিছু অংশের বন্যা-পরিস্থিতির কথা। এ সব বিবেচনা করেই আপাতত চিকিৎসক ধর্মঘট করা হচ্ছে না। আইএমএর সর্বভারতীয় সভাপতি শান্তনু সেন জানিয়েছেন, এনএমসি নিয়ে সরকারের সঙ্গে আইএমএর আরও আলোচনা দরকার।

চৌধুরী সুগার মিল মামলা গ্রেফতার নওয়াজ শরিফ কন্যা মারিয়াম নওয়াজ শরিফ

লাহোর, ৮ আগস্ট (হি.স.): চৌধুরী সুগার মিল মামলায় পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের কন্যাকে গ্রেফতার করল ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরোঊ কোট লাখপত জেলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন)-এর সহ-সভাপতি মারিয়াম নওয়াজ শরিফেরঊ বাবার সঙ্গে দেখা করার আগেই, বৃহস্পতিবার মারিয়ামকে হেফাজতে নিয়েছে ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরোঊ

প্রসঙ্গত, চৌধুরী সুগার মিল মামলায় এর আগে মারিয়াম নওয়াজ শরিফকে তলব করেছিল এনএবিঊ বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটে নাগাদ ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরো-র অফিসে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল মারিয়ামেরঊ তার আগেই প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীর কন্যাকে গ্রেফতার করেছে ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরো।

বাঘপথে ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গেল গাড়ি, নিহত তিন

বাঘপথ (উত্তরপ্রদেশ), ৮ আগস্ট (হি.স.) : বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়ে গেল গাড়ি। বুধবার গভীর রাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বাঘপথের ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ের মাভি কালা মিনি টোল প্লাজার কাছে।

সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল গাড়িটি একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দিয়েছে ট্রাক চালক। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন এক। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে নিহতদের প্রত্যেকের বয়স ২৫ থেকে ২৮। নিহতদের চিহ্নিত করা হয়েছে। নিহতরা হলেণ পাপ্পু, আশু এবং সচীন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছেন হরিয়ানার পালওয়াল এলাকার বাসিন্দা প্রিন্স বাইসলা সোনিপথের দিকে যাচ্ছিল সেই সময় এই দুর্ঘটনাটি হয়। ঘাতক ট্রাক চালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে উদ্ধার করা হয়েছে।

রাজস্থানে আততায়ীদের হাতে প্রহৃত আরএসএস প্রচারক, তদন্তে পুলিশ

কোটা, ৮ আগস্ট (হি.স.) : অজ্ঞাত পরিচয়ে আততায়ীদের হাতে প্রহৃত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এক প্রচারক। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই প্রচারক। গোটা ঘটনার জেরে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের ধরতে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। বুধবার কোটার রামগঞ্জ মাণ্ডিতে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির জন্য উদযাপনে অংশগ্রহণ করেছিলেন ওই প্রচারক। সেই সময় তাঁর উপর চড়াও হয় অজ্ঞাত পরিচয়ে আততায়ীরা। তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এরপরে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট তারা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই আরএসএস প্রচারককে ঝালাওয়ারের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রামগঞ্জ মান্ডির থানার সাব-ইনস্পেক্টর শিব দয়াল জানিয়েছেন অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠান বিল পাশ করানো হয়। এরপরেই গোটা দেশে খুশির হাওয়া খেলে যায়।

পাকিস্তানের হেড কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে মিসবা উল হক

ইসলামাবাদ, ৮ আগস্ট (হি.স.) : আর্থারের পরিবর্তে পাকিস্তানের হেড কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে মিসবা উল হক। সূত্রের খবর, পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার মিসবা উল হককে জাতীয় দলের দায়িত্ব দিতে চলেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। পিসিবির পক্ষে এহসান মানি প্রশাসন মনে করছে, পাকিস্তান জাতীয় দলের কোচ হিসেবে কাজ করতে পারবেন মিসবা।

বোর্ড জানিয়ে দিয়েছে মিকি আর্থারের সঙ্গে চুক্তি আর বাড়ানো হচ্ছে না। শুধু আর্থার নন, বোলিং কোচ আজহার মেহমুদ, ব্যাটিং কোচ গ্র্যান্ট ফ্লাওয়ার ও ট্রেনার গ্র্যান্ট লুডেনের সঙ্গেও চুক্তি আর সম্প্রসারণ করা হয়নি।

পিসিবি-র একটি সূত্র বলছে, হেড কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে মিসবা উল হক। পাকিস্তানের হয়ে ৭৫টি টেস্ট, ১৬২টি একদিনের ও ৩৯টি টি-২০ ম্যাচে খেলেছেন তিনি। এহসান মানি পরিচালিত প্রশাসন মনে করছে, পাকিস্তান জাতীয় দলের কোচ হিসেবে কাজ করতে পারবেন মিসবা। সূত্রের খবর, মহম্মদ আক্রম বোলিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিতে পারেন। আক্রম এখন হাবিব ব্যাঙ্ক লিমিটেড ও পাকিস্তান সুপার লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজি পেশোয়ার জালমির হেড কোচ। সাত বছর আগে মহম্মদ আক্রম জাতীয় দলের বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করেছেন।

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পরেই আর্থারকে কোচের দায়িত্ব থেকে সরানো হয়। তিনি আবার পিসিবি-র ক্রিকেট কমিটির সামনে অধিনায়ক সরফরাজ আহমদের দক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। সরফরাজকে সরিয়ে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে শাদাব খানকে অধিনায়ক করার পরামর্শ দিয়েছিলেন আর্থার। অন্য দিকে, টেস্ট ক্রিকেটে বাবর আজমকে ক্যাপ্টেন করার প্রস্তাব দেন তিনি। বুধবারই বোর্ডের তরফে আর্থার এবং তাঁর সাপোর্ট স্টাফকে 'গুডবাই' জানিয়ে দেওয়া হয়। এর পর থেকেই খবর ছড়িয়ে পড়ে, আর্থারের ফেলে রাখা চেয়ারে বসতে চলেছেন মিসবা।

ভারত-পাক সম্পর্কের আরও অবনতি সমঝোতা এক্সপ্রেস পরিষেবা সাময়িক বাতিল করল পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ৮ আগস্ট (হি.স.): ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্রমশই অবনতি হচ্ছেঊ সমঝোতা এক্সপ্রেস পরিষেবা সাময়িকের জন্য বাতিল করে দিল পাকিস্তান সরকারঊ এখানেই শেষ নয়, পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করা হল ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রদর্শনঊ তবে, পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কার্তারপুর সাহিব করিডরে কাজ চলবেঊ জম্মু ও কাশ্মীরে বিশেষ মর্যাদার বিলুপ্তি এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে বিভক্ত করা নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছে ইমরান খান সরকারঊ কাশ্মীর পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জে সরব হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাক সরকারঊ পাকিস্তান সরকার ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ কমাবেঊ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বন্ধ করে দেবেঊ পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলি খতিয়ে দেখবেঊ

এই আবহের মধ্যেই সমঝোতা এক্সপ্রেস পরিষেবা সাময়িকের জন্য বাতিল করে দিল পাকিস্তান সরকারঊ এখানেই শেষ নয়, পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রদর্শনঊ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর (তথ্য ও সম্প্রচার) বিশেষ অ্যাসিস্ট্যান্ট ড় ফিরদৌস আশিক জানিয়েছেন, 'পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রদর্শনঊ' তবে, পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কার্তারপুর সাহিব করিডরে কাজ চলবে।

ব্রিটেনে সরকারি সফর শেষে দেশে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা, ৮ আগস্ট (হি.স.) : ব্রিটেনে সরকারি সফর শেষে দেশে ফিরলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১১টা নাগাদ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ভিভিআইপি ফ্লাইটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এর আগে লন্ডনের স্থানীয় সময় বুধবার বিকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইটে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে রওনা হন। লন্ডনের হিথরো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান ব্রিটেনে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম।

উল্লেখ্য, গত ১৯ জুলাই লন্ডনে যান শেখ হাসিনা। সেখানে অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রী ২০ জুলাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলনে যোগ দেন। লন্ডনে কমনওয়েলথ মহাসচিব প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড ও লর্ড আহমেদ অব উইম্বলডন পৃথকভাবে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর ২২ জুলাই লন্ডনের একটি হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রীর বাম চোখে সফল অস্ত্রোপচার হয়।

এমন প্রতিবেশী যেন কারও ভাগ্যে না জোটে, পাকিস্তানকে কটাক্ষ রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : এমন প্রতিবেশী যেন কারও ভাগ্যে না জোটে। নাম না করে পাকিস্তানকে কটাক্ষ করে এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

বৃহস্পতিবার প্রাক্তন সেনা জওয়ানদের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, আমাদের প্রতিবেশী চিন্তা বাড়িয়েছে। বন্ধু পাল্টানো যায়। কিন্তু প্রতিবেশীকে পাল্টানো নিজেদের হাতে থাকে না। আমরা যে প্রতিবেশী পেয়েছি তেমন প্রতিবেশী যেন কেউ না পায়। এমন প্রার্থনা ভগবানের কাছে করব।

বুধবার রাতে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রতিক্রিয়া শুরু করে দেয়

ছয়ের পাতায়

এমন ধরণের মন্তব্য সাধারণত পাকিস্তান থেকে আসে, আজাদকে কটাক্ষ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে নিয়ে আপত্তিজনক মন্তব্য করার জের। গুলাম নবি আজাদের নিন্দায় একযোগে সরব হয়েছে রাম মাধব, অমিত মালব্য, শাহনাওয়াজ হুসেন, সম্বিত পাত্রের মতো বিজেপি নেতারা।

বৃহস্পতিবার শাহনাওয়াজ হুসেন জানিয়েছেন, গুলাম নবি আজাদের এমন ধরণের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করছি। এমন ধরণের মন্তব্য সাধারণত পাকিস্তান থেকে আসে, অবিলম্বে ক্ষমা চাওয়া উচিত গুলাম নবি আজাদের। তা না হলে পাকিস্তান তাঁর মন্তব্যকে অপব্যবহার করবে।

বিজেপি নেতা অমিত মালব্য জানিয়েছেন, ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই গুলাম নবি আজাদ ১৯৮০ সালে মহারাষ্ট্রের ওয়াসিম লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। এমনকি অপর এক কাশ্মীরি রাজনীতিবিদ প্রয়াত মুফতি মহম্মদ সইদ ১৯৮৬ সালে বিহারের কাঠিহার লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছিল। এর মধ্যে কি দ্বিচারিতা দেখতে পাচ্ছি না। বিজেপি সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব জানিয়েছেন, যে সকল কংগ্রেস নেতারা ৩৭০ ধারা বিলুপ্তিকে সমর্থন করেছিল তাদেরও কি টাকা দেওয়া হয়েছিল।

বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র জানিয়েছেন, ভারতে যখন কোনও ভাল হয় তখন পাকিস্তান এবং কংগ্রেস একই ভাষায় কথা বলে। কংগ্রেসের লাইন পাকিস্তান ধরে এবং অন্য সময় পাকিস্তানের লাইন কংগ্রেস ধরে। এদিনও তারই পুনরাবৃত্তি হল। কংগ্রেস দলের ক্ষমা চাওয়া উচিত।

উল্লেখ করা যেতে পারে

উল্লেখ করা যেতে পারে বুধবার জম্মু ও কাশ্মীর সফরে গিয়ে রাস্তায় নেমে স্থানীয় কাশ্মীরিদের সঙ্গে আলাপচারিতা এমনকি কাশ্মীরের বিশেষ চা কাবাও খান তিনি। ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসার পরই নিন্দায় সরব হন গুলাম নবি আজাদ। তিনি বলেন পয়সা দিয়ে আপনি যে কাউকে কিনতে পারেন।

পাচারকারীর কবল থেকে লামডিঙে উদ্ধার বোকাজানের নাবালিকা

লামডিং (অসম), ৮ আগস্ট (হি.স.) : মানব পাচারকারীদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বোকাজানের নিরুদ্দেশ নাবালিকাকে। বুধবার লামডিং রেল জংশনে ডাউন জনশতাব্দী এক্সপ্রেস থেকে জনৈক টিটিই-র দৌলতে জিআরপিএস বাহিনী উদ্ধার করেছে ১৪ বছর বয়সি কিশোরীকে।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে লামডিং জিআরপিএস থানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সাত থেকে আট যুবকের এক দল ১৪ বছরের এই নাবালিকাকে ডিমাপুর (নাগাল্যান্ড) থেকে বহিঃরাজ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। ট্রেনের নির্দিষ্ট কামরায় নাবালিকাকে দেখে কর্তব্যরত টিকিট পরীক্ষকের সন্দেহ হয়। সন্দেহের বশে তিনি তাঁকে তার যাত্রা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক জেরা করতে থাকেন। বেগতিক দেখে ইত্যবসরে সেখান থেকে গা ঢাকা

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়ান দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন বিধায়ক ডাঃ দীলিপ দাস। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

হলুদ গাছের রোগ আক্রমণ ও প্রতিকারের উপায়

হলুদ গাছে সাধারণত তিনটি রোগের আক্রমণ দেখা যায়। লিফ ব্লচ বা পাতা ঝলসা রোগ লিফ স্পট বা পাতায় দাগ রোগ এবং কন্দ বা হলুদের মোথা পচা রোগ। প্রথম দুটি রোগ এখন হলুদ গাছে দেখা যাচ্ছে।এ রোগ দুটোর লক্ষণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হল।

পাতা ঝলসা রোগ ঃ এ রোগে আক্রান্ত হলুদ গাছের পাতার উভয় পিঠেই প্রথমে অসংখ্য ছোট ছোট গোলাকার বাদামি দাগ দেখা যায়। দাগগুলো পাতার শিরারসমান্তরালে অবস্থান করে। ধীরে ধীরে দাগ বড় হতে থাকে এবং অনেকগুলো ঝলসে ফেলে। তীব্রভাবে আক্রান্ত পাতা শেষে ঝরে পড়ে। আক্রান্ত শুকনো পাতা জমিতে পড়ে থাকলে সেখান থেকে বাতাসের সাহায্যে এ রোগের জীবাণু অন্যান্য সুস্থ গাছেও ছড়িয়ে পড়েও ক্ষেতের বিশেরভাগ গাছের পাতাকে ঝলসে ফেলে। ব্যবস্থাপনা এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে নিয়মিত ক্ষেতে গিয়ে গাছ দেখতে হবে। আক্রমণের শুরুতেই রোগাক্রান্ত পাতা তুলে পুড়িয়ে ফেললে রোগ আর বাড়তে পারে না। এরপরও রোগ দেখা দিলে প্রতি ১০ লিটার জলে (১ স্প্রে মেশিন জল) ১০ মিলিলিটার (২ চা চামচ) ফলিকুর অথবা ২০ গ্রাম (৪ চা চামচ) ডায়থেম এম ৪৫ নামক ছত্রাকনাশক মিশিয়ে পাতার দু'পাশেই ভাল করে ক্ষেতের সব গাছে স্প্রে করতে হবে। ১৫ দিন পরপর তিন থেকে চারবার স্প্রে করলে এ রোগ সেরে যায়। ভবিষ্যতে যাতে এ রোগ না হয় সে জন্য রোগাক্রান্ত কোন ক্ষেত থেকে বীজ হিসেবে কন্দ বা মোথা রাখা যাবে না। এমনকি বীজকন্দ লাগানোর আগে সেগুলো ব্যাভিস্টিন বা ডায়থেন এম ৪৫ দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। একই জমিতে পরপর দুই থেকে তিন বছর হলুদের চাষ না করা ভাল।

পাতায় দাগ রোগ ঃ

একটানা উচ্চ আর্দ্রতাসম্পন্ন আবহাওয়া এ রোগের অনুকুল। ঘনঘন বৃষ্টি ওগরম এ রোগ বাড়িয়ে দেয়। এ দেশে সাধারণত আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে এ রোগ বেশি দেখা যায়। তবে অক্টোবর নভেম্বর পর্যন্ত ও ঐ রোগ চলতে থাকে। আক্রান্ত গাছের শুকনো পাতার মধ্যে এ রোগের জীবাণু এক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। সেখান থেকে বাতাস, জল ইত্যাদি দ্বারা রোগ ছড়ায়। কোলেটুট্রিকাম ক্যাপসিকি নামক ছত্রাক জীবাণু দ্বারা এ রোগ হয়। এ রোগের আক্রমণে প্রথমে পাতায় আয়ত গোলাকার দাগ পড়ে। দাগের চারপাশে বাদামি থেকে গাঢ় বাদামি বলয় থাকে এবং দাগের মাঝখানে থাকে ধূসর রং। গোটা দাগের চার পাশে হলুদ আভাযুক্ত বলয় তৈরি হয়। ধীরে ধীরে দাগুলো বড় হতে থাকে এবং পাতায় অনেকটা অংশজুড়ে দাগের সৃষ্টি হয়। তীব্র আক্রমণে পাতার সম্পূর্ণ অংশই পুড়ে যাওয়ার মতো হয়ে যায় ও আক্রান্ত পাতা ঢলে যায় এবং শেষে শুকিয়ে যায়। ব্যবস্থাপনা রোগাক্রান্ত এবং শুকনো পাতা গাছ থেকে সংগ্রহ করে পড়িয়েফেলতে হবে। রোগ দেখামাত্র আক্রান্ত পাতা তুলে ফেলার পর ক্ষেতের বাকি গাছগুলোতে কান্ডোজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ব্যভিস্টিন) অথবা ম্যানকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ব্যভিস্টিন) অথবা ম্যানকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ডায়থেন এম৪৫) প্রে করতে হবে।

প্রতি ১০ লিটার জলে ১ স্প্রে মেশিন জল) ২০ গ্রাম (৪ চা চামচ) ছত্রাকনাশক মিশিয়ে ক্ষেতের সব গাছে স্প্রে করতে হবে। ১৫ দিন পরপর তিন থেকে চারবার স্প্রে করলে এ রোগ সেরে যায়। ক্ষেত সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হলুদ গাছের শুকনো পাতা পরিস্কার করতে হবে। ১৫ দিন পরপর তিন থেকে চার বার স্প্রে করলে এ রোগ সেরে যায়। ক্ষেত সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হলুদ গাছের শুকনো পাতা পরিস্কার করতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে এ রোগ না হয় সে জন্যরোগাক্রান্ত কোন ক্ষেত থেকে বীজ হিসেবে কন্দ বা মোথা রাখা যাবে না। এমনকী বীজকন্দ লাগানোর আগে সেগুলো ব্যাভিস্টিন বা ডায়থেন এম ৪৫ দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ থেকে বীজ হলুদ রাখা চলবে না। একই জমিতে পরপর হলুদের চাষ না করে অন্য ফসলের চাষ করতে হবে।

কুকুরের ডাক ভাষান্তর করবে এআই

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এ আই ব্যবহার করে প্রাণীদের কণ্ঠস্বর আর মুখের অঙ্গভঙ্গি বুঝে তা সহজ ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেবে এমন যন্ত্র বানাতে কাজ করছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা।

এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের নর্দান অ্যারিজোনা ইউনিভার্সিটির ড. কন স্লোবোডচিকফ প্রেইরি ডগ আর এদের যোগাযোগের উপায় নিয়ে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে গবেষণা করেছেন। তার গবেষণার ওপর ভিত্তি করে স্লোবোডচিকফ আর তার সহকর্মী একটি অ্যালগরিদম বানিয়েছেন। এই অ্যালগরিদম প্রেইরি ডগের কণ্ঠস্বর ইংরেজিতে অনুবাদ করতে পারে। গবেষক দু'জন জুলিঙ্গুয়া নামের একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষ আর প্রাণীর মধ্যে বোধগম্য কোনো ভাষায় যোগাযোগে সহায়তা করতে আরও প্রযুক্তি আনার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়, বলা হয়েছে আই এ এন এসের প্রতিবেদনে। স্লোবোডচিকফের মতে, অন্য শিকারিদের সতর্ক করতে প্রেইরি ডগ উচ্চস্বরে ডাকে। এই ডাক শিকারির আকার ও ধরনের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন হয়। প্রেইরি ডগ মানুষের পরিধেয় কাপড়ের রংও নির্দেশ করতে পারে। স্লোবোডচিকফ বলেছেন, 'আমি মনে করি, যদি আমরা প্রেইরি ডগের সঙ্গে এটি করতে পারি, আমরা নিশ্চিতভাবে কুকুর আর বিড়ালের সঙ্গেও তা করতে পারি।' তিনি ও তার দল কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর শরীরের নড়াচড়া বিশ্লেষণায় হাজার হাজার ভিডিও দেখছেন। এই ভিডিওগুলো দিয়ে একটি এআই অ্যালগরিদমকে যোগাযোগের ইঙ্গিতগুলো শেখানো হবে। দলটি এখনও কুকুরের প্রতিটি ডাক বা লেজ নড়ানোর অর্থ কোনো অ্যালগরিদম দিয়ে বোঝার অবস্থায় আসেনি।

মহাকাশে কোন দেশের কত স্যাটেলাইট আছে?

মহাকাশে আমেরিকার স্যাটেলাইট আছে ১৬১৬ টি। ভারতের স্যাটেলাইট ৮৮ টি। পাকিস্তনের স্যাটেলাইট আছে ৩ টি। মহাকাশে কেনিয়ার মতো দেশের স্যাটেলাইট আছে ১ টা।

ফুটবলের দেশ আর্জেন্টিনার স্যাটেলাইট আছে ১৮ টি। ব্রাজিলের আছে ১৭ টি। সাউথ কোরিয়া আছে ২৭ টি। স্পেনের আছে ২৪ টি। থাইল্যান্ডের আছে ৯ টি। জাপানের প্রায় ১৭২ টি।

মহাকাশে রুশ স্যাটেলাইট কয়টা আছে সেটা নিয়ে দ্বিমত থাকলেও ধরে নেয়া যায় এই সংখ্যা ১৪২ এর আশেপাশে হবে। ২০১৬ সালে

রাশিয়া মহাকাশেআরও ৭৩ টি মাইক্রোস্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে।

উইকিপিডিয়া ঘাটলেই দেখবেন ব্যালাস্টিক সাবমেরিন আছে এরকম ৬ টি এলিট দেশের তালিকায় ভারতের নাম আছে। জাপান শান্তিপ্রিয় দেশ হয়েছেদ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই। সেই জাপান ১৬ টি সাবমেরিন তৈরি করেছ। ইন্ডিয়ার আছে ১৬ টিআর ইরানের আছে ৩১ টি করে সাবমেরিন। রাশিয়া নিজের সাবমেরিন নিজেই বানায়। এখন পর্যন্ত আছে ৬৩ টি। চীনের আছে ৬৯ টি। অবরোধের মধ্যে থেকে উত্তর কোরিয়া ১৫ টি পরমাণু বোমা আর ৭৮ টি সাবমেরিনের অধিকারী। পরমাণু অস্ত্রের তালিকা করলে দেখা যায় সব থেকে বেশি পরমাণু অস্ত্র আছে সুপার পাওয়ার রাশিয়ার। প্রায় ৭ হাজারের উপর। এরপর লিস্টে আসে আমেরিকা। ৬৬৫০ টি পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী আমেরিকা।

ভারতএবং পাকিস্তনের পরমাণু অস্ত্র যথাক্রমে ১৩০ এবং ১৪০ টি করে। ইসরাইলের আছে ৮০ টি। আর ফ্রান্সের হাতে ৩০০ টি করে আছে। চীন এবং উত্তর কোরিয়ার আছে যথাক্রমে ২৭০ টি এবং ১৫ টি করে নিউক্লিয়ার উইপন্স।

স্বাধীনতার ৪৭ বছরে এসে একটা দেশ পড়ে আছে ফুটবল আর ক্রিকেটের উন্মাদনা নিয়ে। ক্রিকেটে আমাদের অবস্থান ভালো হইলেও ফুবলে আমাদের র‍্যাঙ্কিং হইলো ১৯৭।

৪৭ বছর বয়সী দেশটার একটা ক্যাম্পাসও সারাবিশ্বে ১০০ সিরিয়ালে ঢুকতেপারে নাই।

লাল বাস আছে, শাটল আছে, প্যারিস রোড আছে, সংস্কৃতির রাজধানী আছে। সবই আছে। শুধু নাই সাইন্টিফিক মেধা। যে মেধা দিয়ে একটা দেশ এগিয়ে যেতে পারে।

ভারতে মাহিন্দ্রা, মারুতি সুজুকির মতো ব্র্যান্ড তৈরি হইলেও আমাদের দেশে এক প্রগতি ছাড়া আমি কোন ব্র্যান্ড পাইনি।

সেই প্রগতি আবার গাড়ি বানায় না। তারা গাড়ির পার্টস জোড়া লাগায়। অথচ দেশে আছে বুয়েট, রুয়েট, চুয়েটের মতো প্রতিষ্ঠান। ঢাবির মতো প্রতিষ্ঠান আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত নয়। তারা বিখ্যাত আন্দোলনের জন্য। যে কোন অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঢাবির ছেলেরাগিয়ে রাস্তা ব্লক করে। সেটা নিউজ হবে। জাস্ট এইটুকু।

অথচ সুযোগ দিলে এই ঢাবি বিশ্বের ১০০ ক্যাম্পাসের মধ্যে যাওয়ার যোগ্যতা রাখে।

আমাদের ছেলেরা বুলেট ট্রেনের নকশা করে কিনা জানি না। তবে জাপানের বুলেট ট্রেন নিয়ে একটা প্রতিবেদন দেখেছিলাম। সেখানে বলা হয়েছিল জাপানীরা যাতায়াত ব্যবস্থাকে এতটা সংক্ষিপ্ত করে এনেছে যে জাপানের যে কোন জায়গায় থেকে টোকিওতে যেতে মাত্র ১ ঘন্টা সময় লাগে। সবইসুপার ফাস্ট বুলেট ট্রেনের বদৌলতে। আমরা ক্রিকেট খেলি, বিশ্বকাপের পতাকা বানাই, ইউটিউবার বানাই। র‍্যাংকিং নিয়ে ফাইট করি। দেশটাকে সুযোগ দেন। দেশটা এগিয়ে যাক।যেন ২০ বছর পরে আমরা বলতে পারি, আমাদের আছে বঙ্গবন্ধু সিরিজের ৪ টি মিলিটারি স্যাটেলাইট। আছে ১০ টি সাবমেরিন। আমাদের পরমাণু প্রকল্প আছে। আমরা কারো কাছে মাথা নত করতে আসি নাই। আমাদের পরমাণু প্রকল্প আছে। আমরা কারো কাছে মাথা নত করতে আসি নাই।

১০০ বছর টিকবে পারমাণবিক ব্যাটারি

১০০ বছর টিকে থাকবে এমন ব্যাটারি তৈরি করেছেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। অবিশ্বাস্য এ ব্যাটারি দিয়ে হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পেসমেকার থেকে শুরু করে মঙ্গলগ্রহের মিশনে মহাকাশযান পর্যন্ত সবকিছুতে ব্যবহার করা যাবে। ব্যাটারিটি পারমাণবিক শক্তি দ্বারা নির্মিত এবং প্রচলিত ব্যাটারিগুলোর চেয়ে ১০ গুণ শক্তিশালী।

শটকি ডায়োড হিসেবে পরিচিত হীরের তৈরি সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে ব্যাটারিটি তৈরি করা হয়েছে। শটকি ডায়োড একটি রেডিওঅ্যাকটিভ রাসায়নিক যা ব্যাটারির প্রধান জ্বালানি।

বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, স্থায়ী পেসমেকার থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযানেও এটা ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছেন তারা। ব্যাটারিটিতে ইলেক্টন ও পজিট্রন এই দুই ধরনের রেডিয়েশন ব্যবহার করা হয়েছে। তাই কোনো ক্ষতি ছাড়াই মানব শরীরের ভেতরেও এটি রাখা যাবে। ব্যাটারি গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক মস্কোর টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট ফর সুপারহার্ড অ্যান্ড কার্বন ম্যাটেরিয়ালসের অধ্যাপক ভ্লাদিমির ব্ল্যাঙ্ক বলেন, ব্যাটারি ব্যবহারে এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া গেছে এবং এটা এখন চিকিৎসা ও মহাকাশে প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা যাবে।

বোতাম টিপলেই নেমে আসছে শয়তান

খ্রিস্টান ধর্মের সর্বোচ্চ গুরু পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই ইন্টারনেট হচ্ছে এই মুহূর্তে শয়তানবাদীদের অবাধ বিচারণক্ষেত্র। যেখানে সেখানে শয়তান উপাসনা, ডাকিনীবিদ্যা চর্চা ওকালো জাদু বিদ্যাচর্চার ওয়েবসাইট। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী , পোপ ফ্রান্সিস সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বিশ্বে শয়তান উপাসনা ও কালো জাদুর চর্চা সাংঘাতিক রকমে বেড়ে চলেছে। এর জন্য দায়ী ইন্টারনেট ।এই বিপদকে সামলানোর জন্য প্রয়োজন অনেক বেশি সংখ্যায় এগজরসিস্ট। পোপের এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন খ্যাতনামা মার্কিন মনোবিদ রিচার্ড গ্যালাঘার।

তবে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানবাদীরা এনিয়ে ঠাট্টা মশকরা করছেন। তাদের ভাষ্য,একবিংশ শতকে এমন আজগুবি কথা কী করে মেনে নেয়া যায়, তা তারা ভেবে পাচ্ছেন না।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা একথা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না যে, রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের গোড়াতেই রয়েছে শয়তান' এর উপস্থিতি। ঈশ্বর থাকলে শয়তানও থাকেন। না হলে লীলা পোস্টাই হয় না। একথা শত শতিনেক বছর ধরে বোঝাতে চাইলেও বিজ্ঞানবাদীরা বোঝেন না।

তবে যে যাই বলুক, ইন্টারনেট যে শতয়ানের স্বর্গরাজ্য, তা আসলেই সত্যি। অন্তর্জালের আনাচকানাচ খাপ পেতে বসে রয়েছে শয়তান স্বয়ং। না, এর জন্য ডার্ক বা ডিপ ওয়েব পর্যন্ত যেতে হবে না। সারফেস ওয়েবেই শয়তানি জমজমাট।

পশ্চিমের বিখ্যাত 'চার্চ অফ স্যাটান' থেকে শুরু করে সে দেশের উইচক্র্যাফট শিক্ষা সব কিছুরই ওয়েবসাইট রয়েছে। যার যেখানে ইচ্ছে, সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কোনো মানা নেই। আসলে নোট বিশ্বে কে কার গার্ডিয়ান?

চার্চ অব স্যাটান' জানায়, শয়তান আমাদের জাগতিক চাহিদাগুলো দ্রুত পূরণের আশ্বাস দেয়। ফলে দূরবর্তী, ধোঁয়াটে ঈশ্বরের চাইতে তিনি ঢের বেশি কাছের। ফলে শয়তানের উপাসনা ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।

চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।

চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওয়ার্ল্ড অফ উইক্কা' আরেকটি ওয়েবসাইট। যেখানে প্রাচীন উইক্কা দর্শনের চর্চা চলে নিরন্তর। 'উইক্কা' শব্দটি এসেছে 'উইচ' শব্দ থেকে। প্রাক খ্রিস্টান এই চর্চার অনেক কিছুকেই 'কালো জাদু' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল রোমান চার্চ। প্রাচীণ যুগের শেষ থেকে মধ্যযুগজুড়ে চলে ইনকুইজিশন ও উইচ নিধরনের দাপট। রীতিমতো মন্ত্র তন্ত্র আউড়ে বশীকরণ, মারণ উচাটনের রমরমা। এসব সাইট।

শয়তান থেকে জিন, জিন থেকে প্রেতাত্মা সবাইকেই আনা সম্ভব, এ কথা জানাতে ঝাঁকে ঝাঁকে ওয়েবসাইট। তার ওপরে রয়েছে এই সব কালো জাদু সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাণিজ্য। খেলা যে দারুণ জমজমাট, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

গাভীর দুধের উৎপাদন যেভাবে বাড়াবেন

গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগতমান জাতের উপর নির্ভর করে। গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ দুধের উৎপাদন যেমন মাখন, আমিষ খনিজ পদার্থ সবই বিভিন্ন জাতের গাভীকে কম বেশি হতে পারে। বংশগত ক্ষমতার কারণ দেশীয় জাতের গাভীতে দুধের মাখনের পরিমাণ বেশি থাকে কিন্তু এরা দুধ উৎপাদন করে কম। সিন্ধি, শাহিওয়াল, ফ্রি জিয়ান, জার্সি ইত্যাদি জাতের গাভী সিন্ধি, শাহিওয়াল , হরিয়ানা প্রভৃতি গাভী থেকে বেশি দুধ দেয়। খাদ্য গাভীর দুধ উৎপাদন ও দুধের গুণগতমানের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। অধিক পরিমাণ খাদ্য খাওয়ালে বেশি দুধ পাওয়া যায়। তবে খাদ্য না খাওয়ালে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায় এবং দুধের গুণগতমানও কমতে বাধ্য। কারণ খাদ্যের বিদ্যমান উপাদানগুলো ভিন্ন অবস্থায় দুধের মাখনের উপস্থিতির পরিমাণ কম বেশি করতে পারে। নিম্নোক্ত ধরনের খাদ্যের জন্য গাভীর দুধের মাখনের হার কম হতে পারে। ১. মাত্রাতিরিক্ত দানাদার খাদ্য খাওয়ালে। ২. পিলেট জাতীয় খাদ্য খাওয়ালে। ২. পিলেট জাতীয় খাদ্য খাওয়ালে ৩. অতিরিক্ত রসালো খাদ্য খাওয়ালে এবং ৪ মিহিভাবে গুঁড়ো করাখড় খাওয়ালে।

গাভীর দুধে মাখনের পরিমাণ কমে গেলে খাদ্য পরিবর্তন করে প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্যখাওয়াতে হবে।দুধে খনিজ পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ গাভীর খাদ্যের মাধ্যমে বাড়ানো যায়। গাভীকে সুষম খাদ্য না দিলে দুধে সামান্য মাত্রায় আমিষ ও শর্করা জাতীয় উপাদান পাওয়া যায় এবং দুধ উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়।

দুধ দোহন বিশেষ করে দোহন কাল, দোহনের সময়, দুধ দোহন প্রক্রিয়া , বিভিন্ন বাঁটের প্রভাব ইত্যাদি গাভীর দুধের পরিমাণ ও মানকে প্রভাবিত করে। গাভীর দুধ দেয়ার পরিমাণ আস্তে আসেঙ্গস্ত ৫০ দিনে বেড়ে সর্বোচ্চ হয়। ওলানে দুধের চাপের ওপর দুধের পরিমাণ ও উপাদান নির্ভর করে। দুগ্ধদানে কালের ৯০ দিন পর থেকে দুধে মাখন ও আমিষের হার আংশিক বাড়ে। একই গাভীকে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দোহন করলে দুধে মাখনের পরিমাণ বেশি পাওয়া যায়। তাই সকালের দুধের চেয়ে বিকেলের দুধে মাখনের পরিমাণ বেশি থাকে। তাই গাভীকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২-৩ বার দোহন করা উচিত।এতে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়তে পারে। প্রসবকালে গাভীর সুস্বাস্থ্য আশানুরূপ দুধ উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গাভী থেকে বেশি দুধ পেতে হলে গর্ভকালে সুষ্ঠু পরিচর্যা ও সুষম খাদ্য দেয়া প্রয়োজন। প্রসবের দুই মাস আগে গাভীর দুধ দোহন অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে। মোট দুধ উৎপাদনের ৪০ শতাংশ ওলানের সামনের অংশের বাঁট এবং ৩০ শতাংশ পেছনের অংশের বাঁট থেকে পাওয়া যায়। গাভীর ওলানের বাঁট অবশ্যই সুস্থ থাকতে হবে। রক্ষণাবেক্ষণ, বাসস্থান, গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগতমানের হ্রাস বৃদ্ধির জন্য অনেকাংশ দায়ী। পারিপার্শ্বিক অবস্থা গাভীর জন্যআরামদায়ক হওয়া উচিত। দোহনের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করলে অর্থাৎ দুধ দোহন ক্রুটিপূর্ণও হলে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগতমান কমতে পারে। প্রতিকূল আবহাওয়া দুধ উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকর ।শীত মৌসুম দুধাল গাভীর জন্য আরামদায়ক । এ মৌসুমে দুধ উৎপাদনের এবং দুধে মাখনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, গরমকাল, বর্ষাকাল, আর্দ্র আবহাওয়ায় গাভীর দুধের উৎপাদন ও গুণগতমান হ্রাস পায়। গরমের দিকে গাভীকে ঠান্ডা অবস্থায় রাখলে উৎপাদনের কোনো ক্ষতি হয় না। গাভীর প্রজননের সময় দুধ উৎপাদন কমে যায়। দীর্ঘ বিরতিতে বাচ্চা প্রসব করলে গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। স্বল্প বিরতিতে বাচ্চা প্রসবের কারণে দুধ উৎপাদন কিছুটা হ্রাস পেতেপারে। তাই গাভীকে বাচ্চা প্রসবের ৬০-৯০ দিনের মধ্যে পাল দিতে হবে। কোনোক্রমেই ৬০ দিনের আগে প্রজনন করনো উচিত নয়। গাভীর শরীরে ৫০ শতাংশ এবং দুধে প্রায় ৮৭ শতাংশ জল থাকে।

কেন টাক পড়ে?

চুল পড়ে যায় আর নতুন চুল গজায় অনেকের। তবে অনেকের আবার চুল পড়ে মাথা একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। মাথার ত্বকের লোমকূপের কোনো সস্যা চুলের কোনো রোগ বা শরীরের অভ্যন্তরীণ কোনো সস্যা থেকেই মাথা একেবারে ফাঁকা হয়। একে বলে টাক পড়া।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানাজেন দশার সময় কমে এবং দু'টি চক্রের মধ্যবর্তী সময় বাড়ে। তাই একজন পৌঢ় কখনোকিশোর বয়সের মতো চুলের ঘনত্ব আশা করতে পারেন না। কোনো শারীরিক ব্যাদি যদি নাও থাকে তবু চুলের ঘনত্ব এক এক জনের ক্ষেত্রে এক এক রকম। তবে যেকোনো বয়সেই ৯০ শতাংশ অ্যানাজেন ও ১০ শতাংশ টেলোজেন চুল থাকার কথা। ঋতু বিশেষে আবার এই ভাগও বদলে যায়।

অ্যালোপেসিয়া

অ্যালোপেসিয়া তিন ধরনের হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ সময়ে যে টাক পড়া নিয়ে চর্চা শোনা যায় তা আসলে অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া বা পুরুষসুলভ টাকা পড়া। একটা বিশেষ আকৃতিতে মাথা ফাঁকা হতে শুরু করে। প্রথমে চুল উঠে কপালের দু'ধার প্রশস্ত হয়ে যায়। তারপরে মাথার উপরের দিকের চুল উঠতে থাকে।

অ্যান্ড্রোজেন হরমোন

অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের দ্বারা চুল ওঠা প্রভাবিত হয়ে থাকে। জন্ম থেকেই কোন কোন চুল এই হরমোন দ্বারা প্রভাবিত হবে আর কোন চুল হবে না তা নির্দিষ্ট থাকে। এটা কিছুটা বংশগত। কাজেই কোনো বিশেষ তেল চুলে মাখার পর সব চুল উঠে গেল বলে অনেক সময় যা শোনা যায় তার ভিত্তি নেই।

বয়ঃসন্ধির পর

বয়ঃসন্ধির পর যখন অ্যান্ড্রোজেনের মাত্রা বাড়তে থাকে তখন কোনও কোনও পুরুষেরওই সব অঞ্চলের চুলের গোড়া ক্রমশ ছোট ও সংকুচিত হতে হতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে সেই লোমকূপগুলির আর কেশদণ্ড তৈরির ক্ষমতা থাকে না।

অ্যালোপেসিয়া এরিয়াটা

কিছু কিছু স্থানীয় অসুখ অর্থাৎ একান্তই চুলের সমস্যা, যেমন অ্যালোপেসিয়া এরিয়াটা বা অ্যালোপেসিয়া টোটালিস।

থাইরয়েড রোগ

কারো কারো ক্ষেত্রে টাকা পড়া বড় সড় রোগের লক্ষণ মাত্র। যেমন, থাইরয়েড রোগে চুল উঠতে উঠতে মাথা ফাঁকা হয়ে যায়।

জন্ডিস, ডেঙ্গি, টাইফয়েড

যেকোনো বড় রোগে যেমন জন্ডিস, ডেঙ্গি, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে আক্রান্তরা পুষ্টির সমস্যায় ভোগেন। ফলে চুল পর্যন্ত পুষ্টি না পৌঁছনোয় চুল পড়ে যায় ।সিস্টেমেটিক লুপাস টাক পড়ে সিস্টেমেটিক লুপাস এরিথেমেটোসাস নামে এক মারাত্মক রোগেও।

পেটের রোগ

পেটের রোগেও অনেক সময়ে টাক পড়ে থাকে। আবার অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের বা স্তন্যদায়িনী মায়েদেরও চুল উঠতে থাকে। কারণ তখন পুষ্টির ঘাটতি থাকে শরীরে ।অতিরিক্ত পরিমাণে চুল উঠলেই চিকিৎসকের কাছে যাওয়া ভাল। তা হলে চুল ওঠার কারণ সর্ম্পকে নিশ্চিত হওয়াযায়। উপযুক্ত চিকিৎসাও হয়। ভবিষ্যতে মাথা ফাঁকা হয়ে যাওয়া থেকে নিষ্কৃতি মেলে।

আসছে মানুষ অদৃশ্য করার প্রযুক্তি

মানুষকে অদৃশ্য করে ফেলার প্রযুক্তি এতদিন শুধু সায়েন্স ফিকশনেই দেখাগেছে। কিন্তু এবার তো বাস্তবে আনার জন্য গবেষণা চলছে। এ আবিষ্কার বাস্তবে মানুষের নাগালে এলে আগামী দিনে সেনাবাহিনী এবং বিভিন্ন পরিকাঠামো রক্ষা করতে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকরা।

সম্প্রতি ইনফ্রায়েড নাইট ভিশন টুল থেকে মানুষকে অদৃশ্য করতে নতুন উপাদান তৈরি করেছে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার আরভাইনের একদল গবেষক। স্কুইডের অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই নতুন উপাদানটি প্রস্তুত করেছেন তারা।

গবেষকদের মধ্যেঅন্যতম অ্যালন গোরোডেস্কি জানিয়েছেন, মূলত আমরা একটি নরম উপাদান তৈরি করেছি, যা স্কুইডের চামড়া যেভাবে আলোর প্রতিফলন করে একইভাবে তাপ প্রতিফলিত করতে পারে। এটি অমসৃণ এবং অনুজ্জ্বল অবস্থা থেকে মসৃণ এবং চকচকে রূপ ধারণ করতে পারে, যেভাবে এটি তাপের প্রতিফলন ঘটায়।

নতুন এ উপাদানের সম্ভাব্য ব্যবহার নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, সেনাসদস্যদের আরও ভালো ছদ্মবেশ এবং মহাকাশযান স্টোরেজ কনটেইনারসহ একাধিক কাজে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। নতুন এ আবিষ্কারের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে সায়েন্স জার্নালে।

বৃহস্পতিবার স্কুলে স্কুলে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো হয়। ছবি- নিজস্ব।

গুরু নানকের ৫৫০-তম জন্মদিন স্মরণে সমাবেশ

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.) : গুরু নানকের স্মরণে কলকাতায় একটি সংগ্রহশালা করতে চায় স্থানীয় শিখ সম্প্রদায়। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান সম্প্রদায়ের কর্তারা। নানকের জন্মদিন উপলক্ষে রবিবার কলকাতায় 'গুরমত সঙ্গম' নামে বড় মাপের একটি সম্মেলন হচ্ছে। এ শহরে শিখদের এত বড় সমাবেশ সাম্প্রতিককালে এই প্রথম।

গুরু নানকের ৫৫০-তম জন্মদিন উপলক্ষে রবিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বেলা ১০টা থেকে ৩টে হবে ধর্ম আলোচনা, নামগান প্রভৃতি। প্রস্তাবিত সমাবেশে যোগ দিতে আসবেন দেশের শীর্ষ শিখ প্রতিনিধিরা। শিরোমনি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির (এসজিপিসি) সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গুরুদ্বার কমিটি ও সঙ্গতের সঙ্গে এটির আয়োজন করছে শ্রী গুরু সিংহ সভা। উদ্যোক্তারা জানান, এসজিপিসি-র সভাপতি ছাড়াও 'অকাল তখত'-এর প্রধান জ্ঞানী হরপ্রীত সিং থাকবেন। যাজ্ঞী রাঠা, গুরবানী কীর্তনের জন্য পঞ্জাব থেকে শিল্পীরা আসবেন।

পাকিস্থানে গুরু নানকের জন্মস্থান নানকানা সাহিব থেকে একটি মিছিল বার হয়েছে গত ১ আগস্ট। সীমান্ত পেরিয়ে সেটি ভারতে এসেছে। শেষ হবে গুরু নানকের জন্মদিনে সুলতানপুরে। বিহার, সাসারাম, পটনা, ধানবাদ হয়ে দুর্গাপুর ছুঁয়ে মিছিল ২৫-২৬ আগস্ট থাকবে কলকাতায়। এর পর খড়্গাপুর, জামশেদপুর, রাঁচি, রৌরকেল্লা প্রভৃতি স্থানে গুরু নানকের শান্তির বাণী প্রচার করবে। শেষ হবে গুরুনানকের জন্মদিনে সুলতানপুরে।

এ দিন শিখ সম্প্রদায়ের তরফে বচ্চন সিংহ সরল, সিংহ গিল প্রমুখ বলেন, এই সময়ের প্রেক্ষিতে গুরু নানকের সর্বধর্ম সম্মেলনের বার্তা বিশ্বশান্তির পক্ষে প্রকৃত সহায়ক হতে পারে। ঢাকায় ওঁর নামে একটি চর্চাকেন্দ্র হয়েছে। আমরা কলকাতায় এ রকম একটা শান্তিকেন্দ্র করতে চাই। এর জন্য রাজ্য সরকারের কাছে একখন্ড জমি চাইব। সেখানে সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার প্রভৃতি রাখা হবে।

সম্প্রদায়ের নেতারা বলেন, গুরু নানক কেন্দুলির জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংগ্রহ করে গুরু গ্রন্থ সাহিবে সঙ্কলিত করেছিলেন। ঢাকা, কলকাতা ছাড়াও মালদহ, চন্দ্রকোণায় গিয়েছিলেন তিনি। ফেরার পথে শান্তির বাণী শুনিয়েছিলেন ওড়িশার পুরি, কটক, বালাসোরে। তিনি বলেছিলেন ভগবান একজনই। ভগবান মানে ভালবাসা। ভগবান মানে একতা। মন্দির, মসজিদ সর্বত্র একই ভগবানের অধিষ্ঠান। ভগবানের চোখে সবাই সমান। ভগবানকে ভক্তি এবং সমাজের জন্য কিছু করা সকলের কর্তব্য। এই আদর্শের মর্যাদা দেওয়ার উত্তম সময় এটা। হিন্দুস্থান সমাচার / অশোক

কাছাড়ের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১৪৪ ধারা জারি জেলা প্রশাসনের

শিলচর (অসম), ৮ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড়ের জেলাশাসক লায়া মাদ্দুরি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাড় জেলার অংশ দিয়ে উগ্রপন্থীদের সম্ভাব্য অনুপ্রবেশ এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ-সহ পণ্যসামগ্রীর অবৈধ চোরাচালান, গবাদি পশু পাচার ইত্যাদি যাবতীয় অবৈধ কাজকর্ম রোধে ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারার অধীনে বেশকিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেনন জেলাশাসক প্রকাশিত এই নিষেধাজ্ঞায় জানানো হয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাড় জেলার অংশে এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কেউ সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত চলাফেরা করতে পারবেন না। সুরমা নদী বা এর তীরবর্তী এলাকায় ওই সময় কেউ চলাফেরা করতে পারবেন না। তবে সুরমা নদীতে মাছ ধরার জন্য স্থানীয় নাগরিকদের কাটিগড়া সার্কল অফিসার নির্ধারিত নিয়মনীতির ভিত্তিতে মাছ ধরার লেসি দিতে পারেন। এছাড়া সীমান্তের পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কেউ ঠেলাগাড়ি, রিকশা বা অন্যান্য যানবাহন দিয়ে চাল, চিনি, কেরোসিন ইত্যাদি পণ্যসামগ্রী নিয়ে চলাফেরা করতে পারবেন না। তবে কাটিগড়া সার্কল অফিসারের কাছ থেকে পারমিট নিয়ে এই সামগ্রীগুলি নিয়ে চলাচল করা যেতে পারে বলে নিষেধাজ্ঞায় বলা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এই আদেশ আজ বুধবার থেকে আগামী দু মাস বলবৎ থাকবে বলেও জানিয়েছেন জেলাশাসক লায়া মাদ্দুরি।

অসহনীয় বিদ্যুৎ যন্ত্রণার প্রতিবাদে করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে অবস্থান

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জে অসহনীয় বিদ্যুবৎ যন্ত্রণার প্রতিবাদে এবার ধরনা অবস্থানে বসতে হয়েছে সাংবাদিককুলকে। বিদ্যুতের ঘনঘন কাটআউটে অতিষ্ঠ করিমগঞ্জ শহরের নাগরিক জীবন। দিনের ২৪ ঘন্টার মধ্যেম করিমগঞ্জ জেলায় দুই থেকে তিন ঘণ্টা বিদ্যুকৎ থাকে না। এর ফলে পানীয় জলের সমস্যা থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম লাটে উঠছে। তাই বাধ্য হয়ে ভয়ংকর এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে বাধ্য হয়ে অবস্থান ধরনায় বসতে হয়েছেন সাংবাদিকরা।

বুধবার প্রেস ক্লাব করিমগঞ্জের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অবস্থান ধরনা কর্মসূচিতে শামিল হয়েছিলেন শহরের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনের কর্মকর্তারাও। আজ বেলা বারোটা থেকে স্থায়ী ধরনাগৃহে শুরু হয় তাঁদের অবস্থান কর্মসূচি। প্রেস ক্লাব করিমগঞ্জের সভাপতি মিহির দেবনাথের পৌরোহিত্যে ধরনা শুরুতে বিদ্যুৎ সমস্যার কথা তুলে ধরে বর্তমান সরকার এবং প্রশাসনযন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়।

কংগ্রেস নেতা সতুবাবু বলেন, সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল, ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। কিন্তু করিমগঞ্জ শহরে তো দিনে মাত্র দু-তিন ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। প্যা টেলনগরে নির্মীয়মাণ ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সাবস্টেশনটিও চালু করার কোনও লক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে না। তাই গণদাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনই একমাত্র পথ বলে মন্তব্য করেন সতু রায়।

শহরের বিশিষ্ট সমাজসেবী পুতুল দে সাংবাদিকদের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এখন আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে। কষ্টের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মানুষ যখন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তখনই শুরু হয় আন্দোলন। সাংবাদিক রাহুল চক্রবর্তী বলেন, কিছু পণ্ডিত আছেন, যাঁরা সাংবাদিকের আন্দোলনকে ভালো চোখে দেখেন না। তিনি সে-সকল পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে বলেন, সাংবাদিকরা এই সমাজেরই অঙ্গ। বিদ্যুতের যন্ত্রণায় নিয়মিত সংবাদ পরিবেশনেও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সংবাদমাধ্যম। তিনিও তাঁর বক্তব্যে ১৩২ কেভি সাবস্টেশনটি শীঘ্র চালু করার দাবি জানান।

প্রেস ক্লাবের কার্যনির্বাহী সভাপতি চন্দন কুমার রায়ও তাঁর ভাষণে বিদ্যুৎ বিভাগীয় আমলা কর্মীদের উদাসীনতার কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। কংগ্রেস নেতা সুব্রত দেব তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতি পূরণের বদলে আমাদের বঞ্চনা যন্ত্রণা অরাজকতা দিচ্ছে। যুবকংগ্রেস নেতা সন্দীপ নন্দী, ছাত্রনেতা জুনেদ আহমেদ, সাংবাদিক গৌরীশ নন্দী, ফারুক আহমেদ প্রমুখ বক্তা প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন। ধরনা শেষে প্রেস ক্লাবের সভাপতি মিহির দেবনাথের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল জেলাশাসক এমএস মণিভন্ননের সঙ্গে দেখা করে এক স্মারকপত্র প্রদান করেন। জেলাশাসক সব শুনে আগামী ছয় মাসের মধ্যে ১৩২ কেভি সাবস্টেশন চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন অরূপ রায়, মৃণাল সরকার, বিভাস বর্ধন, রাতুল দত্ত, এসএম জাহির আব্বাস, হিল্লোল দত্ত প্রমুখ।

উদ্ধার বিপুল পরিমাণ মাদক ট্যাবলেট, গ্রেফতার ২

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): সল্টলেক স্টেডিয়ামের কাছে নার্ক বিভাগের স্পেশাল ফোর্সের অফিসাররা উদ্ধার করলেন বিপুল পরিমাণ মাদক ট্যাবলেট। গ্রেফতার ২ মাদক পাচারকারী। তাদের কাছে ৫০ লাখ টাকার ইয়াবা উদ্ধার হয় । কলকাতার ইয়াবা চক্রের কিংপিনের খোঁজ মেলেনি এখনও।

তবে, বাংলাদেশ থেকে আসা মাদকের মিডল ম্যানদের খোঁজ পেয়েছিল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্কফোর্স। সেইমতো তাদের উপর শুরু হয়েছিল নজরদারি। তদন্তে নেমে তারা জানতে পারে, আবার বড়সড় কন্সাইনমেন্টে কলকাতায় ইয়াবা ঢোকানোর চেষ্টা হবে। এবার কলকাতার পূর্ব প্রান্ত দিয়ে। তাই রাখা হয়েছিল নজর। আর তাতেই কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্কফোর্স আর হাতে ধরা পড়ল ওই দুই মাদক পাচারকারী। তারা মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

বুধবার রাতে সল্টলেক স্টেডিয়ামের কাছে অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্কফোর্স। উদ্ধার হয় প্রায় ১ লক্ষ ইয়াবা ট্যাবলেট। গ্রেফতার করা হয় মহিবুর রহমান ও আসাবুর রহমান নামে দুই মাদক পাচারকারীকে। ধৃতরা মুর্শিদাবাদের সুতি ও রঘুনাথগঞ্জের বাসিন্দা। এরআগে কবিরুল শেখ ও কামাল হোসেন নামে দুই মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করে এসটিএফ। তাদের জেরা করেই এই দুই মাদক পাচারকারীর সন্ধান মেলে।

এরআগে গত শনিবার, বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট সমেত তিনজনকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। শুক্রবার বিকেলে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসটিএফের টিম গার্ডেনরিচ ফ্লাইওভারের পাশে দুর্গাপুর সাইডিং রোড থেকে দু''জনকে পাকড়াও করে। ধৃতরা হল মহম্মদ ইসমাইল হোসেন (৪৩) ও করিফুল শেখ (৩৬)। ইসমাইলের বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জে। করিফুল বালদার ইংলিশবাজারের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে সব মিলিয়ে ১৪ হাজার পিস ইয়াবা বা অ্যামফেটামাইন ট্যাবলেট উদ্ধার হয়।

৩ আগস্ট বাংলাদেশ থেকে সরাসরি কলকাতায় আনা হয়েছিল ইয়াবা। গার্ডেনরিচে নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কলকাতার কারবারিদের হাতে মাদক তুলে দেওয়ার আগেই স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গ্রেফতার করে দু''জনকে। তাদের নাম ইসমাইল হোসেন ও কারিফুল শেখ। ইসমাইলের বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জে। আর কারিফুল মালদার ইংলিশ বাজারের কমলাবাড়ির বাসিন্দা। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কমল হোসেন নামে আরও একজনের নাম জানতে পারে পুলিশ । কমল মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা।

কমল ও কারিফুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, শুধু মালদা নয় মুর্শিদাবাদে ছড়িয়েছে ইয়াবা চক্রের জাল। সেখানেও তৈরি হয়েছে মিডিল ম্যান। তারা বাংলাদেশি মাদক কারবারিদের কাছ থেকে ইয়াবা নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে কলকাতায়। কারিফুলরা জিজ্ঞাসাবাদে মসিবুর রহমান ও আসাবুর

ছয়ের পাতায়

বিনামূল্যে ওয়াইফাই পরিষেবা পেতে চলেছে দিল্লিবাসী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে গোটা দিল্লিজুড়ে বিনামূল্যে ওয়াইফাই পরিষেবা দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার এমনই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

রাজ্যের বিদ্যুতমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনকে পাশে বসিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন গোটা দিল্লিজুড়ে এক হাজার হটস্পট বসানো হবে। বিনামূল্যে ওয়াইফাই পরিষেবা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। প্রত্যেক ব্যবহারকারিকে প্রতি মাসে বিনামূল্যে ১৫ জিবি করে বিনামূল্যে ডাটা দেওয়া হবে। প্রথম পর্যায় ইন্টারনেটের গতি হচ্ছে ২০০ এমবিপিএস। দিল্লি মন্ত্রিসভা প্রথম পর্যায় ১১ হাজার হটস্পট গোটা শহর জুড়ে বসানোর প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। আগামী তিন-চার মাসের মধ্যেই এই পরিষেবা চালু করা হবে। ১১ হাজার হটস্পটের মধ্যে চার হাজার হটস্পট বাসস্টপে বসানো হবে। বাকি সাত হাজার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে বসানো হবে। প্রতিটি হটস্পট থেকে ৫০ মিটারের মধ্যে থাকা ২০০ মানুষ এর থেকে উপকৃত হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ১৪০০০০ সিসিটিভি দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় বসানো হবে। সব মিলিয়ে দিল্লিতে বসানো হবে ২৮০০০০ সিসিটিভি। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে বসানো হবে ৪০০০ সিসিটিভি।

এনআরসি-র খসড়াছুট, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ফেরত দেবেন নেপালি সাহিত্য সভার সভাপতি

গুয়াহাটি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-র খসড়ায় নাম নেই নেপালি সাহিত্য সভার সভাপতি দুর্গাপ্রসাদ খাতিওড়ার। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রাপ্ত সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ফিরিয়ে দেবেন।

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার প্রাপক নেপালি সাহিত্য সভার সভাপতি দুর্গাপ্রসাদ খাতিওড়া তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, যদি ৩১ আগস্ট চূড়ান্ত এনআরসি-র খসড়া তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত না হয়, তা হলে সাহিত্য অকাদোমি পুরস্কার ফিরিয়ে দেবেন।

উল্লেখ্য, নেপালি সাহিত্য সভার সভাপতি দুর্গাপ্রসাদ খাতিওড়ার নামে ১৯৯৮ সালে অসম পুলিশের সীমান্ত শাখা 'ডি' ভোটারের নোটিশ পাঠিয়েছিল। তবে পরবর্তীতে শুনানি শেষে বিদেশি ট্রাইব্যুনাল তাঁর সপক্ষে রায় দেয়। রায়ের ভিত্তিতে এনআরসি কর্তৃপক্ষ তাঁর নাম সম্পূর্ণ খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল। কিন্তু এর পর যে অতিরিক্ত খসড়া প্রকাশ হয়েছে তাতে বাদ পড়া বহু মানুষের সঙ্গে তাঁর নামও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দেখে হতবাক হয়ে গেছেন খাতিওড়া। ক্ষুব্ধ খাতিওড়া বলেন, যদি চূড়ান্ত তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত না হয় তা হলে ৩১ আগস্টই সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ফেরত দেবেন, তা নিশ্চিত।

নিছক প্রতিবাদে বিশ্বাসী নই, অনেকগুলি ইতিবাচক দিক রয়েছে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি নিয়ে দাবি করণ সিং-এর

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : ৩৭০ ধারা বিলুপ্তিতে অনেকগুলি ইতিবাচক দিক রয়েছে বৃহস্পতিবার এমনই দাবি করেছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ করণ সিং।

বৃহস্পতিবার দলীয় অবস্থান থেকে সরে এসে করণ সিং জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে সংসদ দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর সুদূর প্রসারি প্রভাব পড়বে। এই দৃঢ় পদক্ষেপ সংসদে বিপুল সমর্থন পেয়েছে। এমনকি জম্মু এবং লাদাখও এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিছক প্রতিবাদে বিশ্বাসী নই। এতে অনেকগুলি ইতিবাচক দিক রয়েছে।

লাদাখের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করাকেও সমর্থন করেছেন করণ সিং। ১৯৬৫ সালেরও আগে যখন আমি সদর-ই-রিয়াস ছিলাম তখনই রাজ্যের পুনর্বিন্যাস কথা বলেছিলাম। আশা করব লেহ এবং কার্গিল পার্বত্য পরিষদ স্বাধীন ভাবে নিজেদের কাজ করে যাবে। কোনও বিধানসভা না থাকায় সমাজের তৃণমূল স্তরের মানুষ দাবি দাওয়া এবার শোনা যাবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকবে। পাশাপাশি রাজনৈতিক আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান যে সম্ভব তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। যে কোনও উপায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় থাকা উচিত উপত্যকায়। পাশাপাশি এদিন দ্রুত জম্মু ও কাশ্মীরকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া নিয়েও সওয়াল করেছেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি নিয়ে কংগ্রেস বিরোধিতা করে। এবার দলীয় লাইন থেকে সরে এসে এমনই দাবি করেছেন হরিসিংয়ের ছেলে করণ সিং।

অসহনীয় বিদ্যুৎ যন্ত্রণার প্রতিবাদে করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাবের অবস্থান

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জে অসহনীয় বিদ্যুৎ যন্ত্রণার প্রতিবাদে এবার ধরনা অবস্থানে বসতে হয়েছে সাংবাদিককুলকে। বিদ্যুতের ঘনঘন কাটআউটে অতিষ্ঠ করিমগঞ্জ শহরের নাগরিক জীবন। দিনের ২৪ ঘন্টার মধ্যেম করিমগঞ্জ জেলায় দুই থেকে তিন ঘণ্টা বিদ্যুকৎ থাকে না। এর ফলে পানীয় জলের সমস্যা থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম লাটে উঠছে। তাই বাধ্য হয়ে ভয়ংকর এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে বাধ্য হয়ে অবস্থান ধরনায় বসতে হয়েছেন সাংবাদিকরা।

বৃহস্পতিবার প্রেস ক্লাব করিমগঞ্জের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অবস্থান ধরনা কর্মসূচিতে শামিল হয়েছিলেন শহরের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনের কর্মকর্তারাও। আজ বেলা বারোটা থেকে স্থায়ী ধরনাগৃহে শুরু হয় তাঁদের অবস্থান কর্মসূচি। প্রেস ক্লাব করিমগঞ্জের সভাপতি মিহির দেবনাথের নেতৃত্বে কর্মসূচির শুরুতে বিদ্যুৎ সমস্যার কথা তুলে ধরে বর্তমান সরকার এবং প্রশাসনযন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়। কংগ্রেস নেতা সতুবাবু বলেন, সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল, ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। কিন্তু করিমগঞ্জ শহরে তো দিনে মাত্র দু-তিন ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। প্যা টেলনগরে নির্মীয়মাণ ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সাবস্টেশনটিও চালু করার কোনও লক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে না। তাই গণদাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনই একমাত্র পথ বলে মন্তব্য করেন সতু রায়। শহরের বিশিষ্ট সমাজসেবী পুতুল দে সাংবাদিকদের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এখন আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে। কষ্টের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মানুষ যখন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তখনই শুরু হয় আন্দোলন। সাংবাদিক রাহুল চক্রবর্তী বলেন, কিছু পণ্ডিত আছেন, যাঁরা সাংবাদিকের আন্দোলনকে ভালো চোখে দেখেন না। তিনি সে-সকল পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে বলেন, সাংবাদিকরা এই সমাজেরই অঙ্গ। বিদ্যুতের যন্ত্রণায় নিয়মিত সংবাদ পরিবেশনেও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সংবাদমাধ্যম। তিনিও তাঁর বক্তব্যে ১৩২ কেভি সাবস্টেশনটি শীঘ্র চালু করার দাবি জানান।

প্রেস ক্লাবের কার্যনির্বাহী সভাপতি চন্দন কুমার রায়ও তাঁর ভাষণে বিদ্যুৎ বিভাগীয় আমলা কর্মীদের উদাসীনতার কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। কংগ্রেস নেতা সুব্রত দেব তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতি পূরণের বদলে আমাদের বঞ্চনা যন্ত্রণা অরাজকতা দিচ্ছে। যুবকংগ্রেস নেতা সন্দীপ নন্দী, ছাত্রনেতা জুনেদ আহমেদ, সাংবাদিক গৌরীশ নন্দী, ফারুক আহমেদ প্রমুখ বক্তা প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন। ধরনা শেষে প্রেস ক্লাবের সভাপতি মিহির দেবনাথের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল জেলাশাসক এমএস মণিভন্ননের সঙ্গে দেখা করে এক স্মারকপত্র প্রদান করেন। জেলাশাসক সব শুনে আগামী ছয় মাসের মধ্যে ১৩২ কেভি সাবস্টেশন চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন অরূপ রায়, মৃণাল সরকার, বিভাস বর্ধন, রাতুল দত্ত, এসএম জাহির আব্বাস, হিল্লোল দত্ত প্রমুখ।

স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে সংহতি ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক দীপক মজুমদার। ছবি- নিজস্ব।

গাড়ি নয় চাকা চুরি ! তাজ্জব সল্টলেকের বাসিন্দারা

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স) : চার চাকার গোটা গাড়ি নয়, চুরি হচ্ছে মাত্র ওই চারটি চাকাই ঊ হ্যাঁ, বৃহস্পতিবার এমনই আজব ঘটনার সাক্ষী থাকল সল্টলেকের বাসিন্দারা ঊ ঘটনাটি ঘটেছে সল্টলেকের 'এ-ই' ব্লকে ঊ একইভাবে খুলে নেওয়া হয়েছে পরপর তিনটি গাড়ি চাকা ।

বৃহস্পতিবার সকালে সল্টলেকের 'এ ই' ব্লকের বাসিন্দা বাবু তার চার চাকার গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিতেই ঘটে বিপত্তি ঊ গাড়ি আর চলে না ঊ সেই সময় এমন বিপত্তির কারণ বুঝতে, গাড়ির থেকে নামতেই তার চক্ষুচড়ক গাছে ওঠে ঊ গাড়ির যে চাকাই নেই ! চারটি চাকার জায়গায় রয়েছে কয়েকটি করে ইট।

এই ঘটনা দেখেই পাড়াপ্রতিবেশীদের ডাকতে থাকেন তিনি ঊ তারা বাড়ির থেকে বেরিয়ে দেখান তাদের গাড়িরও একই অবস্থা ঊ পরপর তিনটি গাড়ি আছে চাকা নেই ঊ এরপরেই এদিন পুলিশে খবর দেন তারা ঊ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কার্যত হতবাক বনে যান

ছয়ের পাতায়

বিধাননগর পুরসভার চেয়ারপার্সন পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স): বিধাননগর পুরসভার চেয়ারপার্সন পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী। দল তাঁকে পরবর্তী মেয়র পদে চাইছে। তাই তিনি ইস্তফা দিলেন। তার জায়গায় আসছেন নমিতা মন্ডল। গত জুলাই মাসে বিধাননগর পুরসভার মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন সব্যসাচী দত্ত।

জুলাই মাস থেকেই থেকে ওই পদটি ফাঁকাই রয়েছে। কাকে এই পদে নিয়ে আসা হবে তা নিয়ে তৃণমূলের মধ্যেই ছিল নানা গুঞ্জন। উঠে আসছিল বেশ কয়েকজনের নাম। দুই দিন আগে গত মঙ্গলবার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বিধাননগর পুরসভার মেয়র হিসাবে কৃষ্ণা চক্রবর্তীর নাম জানা ন। আগামী ১০ তারিখ বোর্ড মিটিংয়েই সরকারিভাবে তার নাম ঘোষণা করা বলেও জানিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম।

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিধাননগর পুরসভার কাউন্সিলরদের নিয়ে উন্নয়ন ভবনে একটি বৈঠক করেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বৈঠক শেষে তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, বিধাননগর পুরসভার পরবর্তী মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। তৃণমূলের পক্ষ থেকে তার নাম নির্বাচন করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি পুরসভার চেয়ারপার্সন। আর তার জায়গায় চেয়ারপার্সন হচ্ছেন নমিতা মন্ডল। যদিও ডেপুটি মেয়র হিসেবে বহাল থাকছেন তাপস চট্টোপাধ্যায়ই।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১০ অগাস্ট মেয়র হিসাবে শপথ নেবেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী। কাউন্সিলরদের নিয়ে ফিরহাদ বৈঠক করলেও তবে এই দিনের বৈঠকে গরহাজির ছিলেন প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্ত ও কয়েকজন কাউন্সিলর। মূলত সেদিন বিধাননগর এলাকার কাজকর্ম নিয়ে বৈঠক ছিল। আগামী দিনে পুরসভা এলাকায় কি ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ হবে তার একটি তালিকা তৈরি করা হয়। এছাড়া মেয়র ইন কাউন্সিল ও বোরো চেয়ারম্যান পদে রদবদল করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

বন্যা পরিস্থিতি ছত্তিশগড়ে, জগদলপুরে বাড়ি ভেঙে মৃত্যু দু'জনের

রায়পুর, ৮ আগস্ট (হি.স.): প্রবল বৃষ্টির দাপটে ছত্তিশগড়ের জগদলপুর জেলায় ভেঙে পড়ল বাড়ির দেওয়ালঊ ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে দু'জনেরঊ এছাড়াও ইট-কংক্রিট-সহ ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন আরও পাঁচজনঊ একনাগাড়ে প্রবল বৃষ্টির জেরে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল বাড়ির দেওয়াল, বৃহস্পতিবার আচমকাই জগদলপুরের মদন মোহন মালব্য ওয়ার্ডে অবস্থিত একটি বাড়ির বিশালাকার দেওয়াল ভেঙে পড়েঊ সেই সময় বাড়ির ভিতরে উপস্থিত ছিলেন ৭ জন সদস্য, তাঁদের মধ্যেই দু'জনের মৃত্যু হয়েছেঊ বাকি পাঁচজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ

লাগাতার বৃষ্টির জেরে ছত্তিশগড়ের পাঁচটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছেঊ এই পাঁচটি জেলা হল রায়পুর, মহাসমুন্দ, গরিয়াবান্দ, ধামতারি ও বালোদাবাজারেঊ আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী ২৪ ঘন্টায় ভারী বর্ষণ হতে পারে নারায়ণপুর, বস্তার, বিজাপুর, সুকমা ও দান্তেওয়াড়ায়।

নামল প্রতীক্ষিত বৃষ্টি, কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় স্বস্তির বর্ষণ

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): মাত্রাতিরিক্ত গরমের পর আকাশ ছেয়ে গেল কালো মেঘেঊ কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় নামল স্বস্তির বর্ষণঊ গুমোট গরম কাটিয়ে স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল মহানগর কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ কয়েকটি জেলাঊ গত মঙ্গলবার পর্যন্ত অসহ্য গরমে নাজেহাল হতে হয়েছিল শহরবাসীকেঊ কিন্তু, বুধবার সকাল থেকে নিম্নচাপের সৌজন্যে প্রকৃতির রূপ বদলে যায়ঊ বুধবার রাত থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছেঊ বর্ষণ চলছে বৃহস্পতিবারওঊ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কলকাতা ও শহরতলিতে মেঘলা আকাশঊ পাশাপাশি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিও শুরু হয়ঊ

বর্তমানে উত্তর ওড়িশা ও দক্ষিণ ঝাড়খণ্ডের উপর অবস্থান করছে নিম্নচাপঊ জামশেদপুরের কাছে অবস্থানের জেরে বৃহস্পতিবার দিনভর ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়েঊ তবে, কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেইঊ চলবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতঊ তবে, আগামী ৪৮ ঘন্টা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে কলকাতা ও শহরতলিতেঊ দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছেঊ নিম্নচাপের কারণে সমুদ্র উত্তাল থাকবে, তাই মত্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।

আসামীদের

● প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন বিষয়ে সংশোধন করার অনুমতি দেয় মন্ত্রিসভা। এ বিষয়ে একটি বিল পরবর্তী বিধানসভার অধিবেশনে পেশ করা হবে।

সতর্কতা জারি

আটের পাতার পর

এই পরিস্থিতিতে নিজের মান বাঁচাতে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে সাহায্য করতে পারেন ইমরান। বুধবার মুম্বই হামলার মূল চক্রী হাফিজ সইদকে মুক্তি দিয়ে সেই বার্তাও দিয়ে রেখেছেন ইমরান। পাক প্রধানমন্ত্রী যখন পাকিস্তানের সংসদে পুলওয়ামার পুনরাবৃত্তি নিয়ে বিবৃতি দিচ্ছিলেন, তখন জইশ প্রধান মৌলানা মাসুদ আজহারের ভাই রউফ আজঘার হাজির ছিল পাক অধিকৃত কাশ্মীরে।

চান মালালা

আটের পাতার পর

ভারত সরকারের জম্মু কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদের সিদ্ধান্তে খুশি নয় মালালার জন্মভূমি পাকিস্তান। বুধবারই কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করে ইসলামাবাদে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করেছে পাকিস্তান। স্থগিত রাখা হয়েছে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য। এই অবস্থায় মালালা চান, দক্ষিণ এশিয়ার আন্তর্জাতিক মঞ্চগুলি একজোট হয়ে মানবাধিকার ও শিশু নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখে। বিনা রক্তপাতে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের পক্ষেই সওয়াল করছেন মালালা।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কারফিউ-ইন্টারনেট-সহ অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আবেদন, জরুরী শুনানির আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.): চলছে কারফিউ, বন্ধ দোকান-বাজারঊ এমনকি ল্যান্ডলাইন পরিষেবাও কার্যত বন্ধ থাকায় গত এক সপ্তাহ ধরে কাশ্মীরের সঙ্গে বাকি দেশের যোগাযোগ প্রায় নেইঊ বন্ধ রয়েছে সমস্ত সংবাদ চ্যানেল, অবৈধভাবে হেফাজতে রাখা হয়েছে রাজনৈতিক নেতাদেরঊ এমনই একগুচ্ছ ইস্যুতে কারফিউ, ইন্টারনেট-সহ সমস্ত ধরনের বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তেহসীন পুনাওয়াল্লা নামে একজন আবেদনকারীঊ সুপ্রিম কোর্টে জরুরী ভিত্তিতে শুনানির আর্জি জানিয়েছিলেন তিনিঊ কিন্তু, ওই আবেদনকারীর জরুরী ভিত্তিতে শুনানির আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতঊ জরুরী ভিত্তিতে শুনানির আর্জি খারিজ করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এন ভি রামান-র নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, এই বিষয়টি প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে তালিকাভুক্ত করা হবেঊ

প্রায় এক সপ্তাহ হল কারফিউ চলছে কাশ্মীর উপত্যকায়ঊ বন্ধ রয়েছে দোকান-বাজার, এটিএমও বন্ধঊ বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের হচ্ছেন কাশ্মীরিরাঊ সংবিধানের ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রেক্ষিতে কাশ্মীর উপত্যকায় বড় মাপের না হলেও, ছোট ছোট বিক্ষোভ-ধর্না চলছেঊ এই আবহেই কাশ্মীর উপত্যকা থেকে কারফিউ ও ইন্টারনেট পরিষেবা-সহ সমস্ত ধরনের বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছেন তেহসীন পুনাওয়াল্লা নামে একজন আবেদনকারীঊ সুপ্রিম কোর্টে কবে থেকে শুরু হবে তাঁর আবেদনের শুনানি, আপাতত সেই আপেক্ষায় রয়েছে তেহসীন

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছিল উপত্যকার তরুণদের। এখন জম্মু ও কাশ্মীরের যুবকেরা উন্নয়ন ধারায় অংশগ্রহণ করে গোটা রাজ্যকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে। কাশ্মীরের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল, অন্যান্য রাজ্যের মত মেয়েরা সুযোগ সুবিধা পেত না। এবার থেকে তা আর হবে না বলে আশ্বস্ত করেন তিনি।

জাতীকে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও জানিয়েছেন, শুনে আপনারা তাজ্জব হয়ে যাবেন ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর যারা জম্মু ও কাশ্মীরের বসবাস করতে শুরু করেছিল তাদের থেকে বিধানসভা এবং স্থানীয় নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার খর্ব করে নেওয়া হয়েছিল। তারা শুধুমাত্র লোকসভায় নির্বাচনে ভোট দিতে পারত। এতদিন পর্যন্ত এটা কি অন্যায় ছিল না।

জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখবাসীদের আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখবাসীদের যত সমস্যা রয়েছে তা এখন থেকে আমাদের সমস্যা। তাদের সুখে ও দুঃখে আমরা থাকব।

ঈদ পালনে যাতে উপত্যকাবাসীর কোনও অসুবিধা না হয় তাও আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ঈদ পালনে জম্মু ও কাশ্মীরবাসীর কোনও অসুবিধা হবে না। জম্মু ও কাশ্মীরে বাইরে যারা রয়েছে তারা যদি ঈদের সময় নিজের রাজ্যে ফিরতে চায় তবে তাদের সহায়তা করা হবে।

জম্মু ও কাশ্মীরের দেশপ্রেমীরা দৃঢ়তাঢ় সঙ্গে সন্ত্রাস এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী সংক্রান্ত পাকিস্তানি চক্রান্তের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করেছিল। রাজৌরির রুখসানা যনি একজন জঙ্গিকে খতম করেছিলেন তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদীদের হাতে শহিদ হয়েছিলেন ঔরঙ্গজেব তাঁর ভাই এখন দেশের সেবা করছে। সাহসী ছেলে ও মেয়েদের তালিকা খুবই বড়। তাঁরা প্রত্যেকেই জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তি চেয়েছিল। তাদের স্বপ্ন পূরণ করলাম।

শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠান

আটের পাতার পর

স্বামীজী বলেছিলেন, - জিতলে তুমি নেতত্ব দিতে পারবে, হারলে পথ দেখাবে। কাশ্মীরের সাম্পতিক ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সেই দিন হেরে গিয়েও ভারতের জন্য পথ দেখিয়ে গিয়েছিলেন। এখন কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা ও ৩৫ এ ধারা প্রত্যাহারের মধ্যদিয়ে ভারতে নতুন ইতিহাস তৈরী হল। তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার এত বছর পরেও প্রধানমী নরেন্দ্র মোদির নেতত্বে একটার পর একটা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে ভারত বিশ্বের দরবারে এক বিশেষ জায়গায় উঠে আসছে। শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবী কার্তিক দাস। স্বাগত ভাষণ দেন মহকুমা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক শুভাশীষ সেনগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন পুর পারিষদ সীমা দে, সমাজসেবী অনিমেষ সিনহা, সুমিতা সিনহা সহ বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্টজনেরা। দ্বিতীয় পর্বে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বাসিন্দারা

পাচের পাতার পর

পুলিশকর্মীরাও । কিছুক্ষণ পর।ঘোর কাটিয়ে তদন্তে নামেন তারা ঊ ইতিমধ্যেই কীর্তিমানদের সন্ধানে, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ

গ্রেফতার ২

পাচের পাতার পর

রহমান নামের দুই মিডিল ম্যানের কথা স্পেশাল টাস্কফোর্সকে জানায় । এই মসিবুর সুতির বাসিন্দা। আর আসাবুরের বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ এলাকায়। তাদের ব্যাপারে খোঁজখবর শুরু করে তদন্তকারীরা। জানা যায়, ওই দুই ব্যক্তি প্রচুর ইয়াবা নিয়ে কলকাতায় আসছে। সেই সূত্রেই তাদের গতকাল সল্টলেক স্টেডিয়াম লাগোয়া এলাকায় থেকে পাকড়াও স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। উদ্ধার হয় ১০ কেজি ৩৬৯ গ্রাম ইয়াবা। যার মূল্য ৫০ লাখ টাকা ।

ইয়াবার উৎপত্তিস্থল থাইল্যান্ড। বাংলাদেশের বহু যুবক এই ট্যাবলেটের নেশায় প্রায় সর্বস্বান্ত। এবার কলকাতাতেও আসছে এই মাদক। ব্যবহার হচ্ছে পার্টি ড্রাগ হিসেবে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ট্যাবলেট মূলত তৈরি করা হয় মেথঅ্যাম্ফিটামিন ও ক্যাফেইনের মিশ্রণে। ইদানিং না কি আবার এই মাদকের সঙ্গে মেশানো হচ্ছে হেরোইন। মূলত এটি ট্যাবলেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কখনও আবার এটি ব্রাউন সুগার কিংবা হেরোইনের সঙ্গে ইনহেল করা হয়। থাইল্যান্ডের পাশাপাশি ইয়াবা ব্যাপক পরিমাণে ব্যবহার হচ্ছে মায়ানমারে। সেখান থেকেই ঢুকছে বাংলাদেশে। তারপর সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসছে কলকাতায়।

বাংলাদেশে

● প্রথম পাতার পর

শুরু করে।

বিকেলে হঠাৎ উপজাতিরা মারমুখী হয়ে উঠে। এই খবরে বেশ চাঞ্চল্য ছড়ায় জনমনে। কল্যাণপুর থানায় কেইস নং-৬৭/কেএলএন পিএস আন্ডার সেকশান-৩০২ আইপিসি। যুবককে বৃহস্পতিবার খোয়াই আদালতে পাঠানো হয়েছে। যুবতির মৃতদেহ ময়না তদন্ত করে পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

সিবিআইকে চিঠি দিয়ে ২ সপ্তাহ সময় চাইলেন রাজীব কুমার

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স): এবার রোজভ্যালি কাণ্ডে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে নোটিশ পাঠাল সিবিআই। আজ, বৃহতিবারই তাঁকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। তবে রাজীব কুমার এদিন সিবিআই দফতরে হাজির থাকতে পারবেন না বলে সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে জানিয়ে দেন সিআইডি আধিকারিকরা। সিআইডি জানিয়েছে, রাজীব কুমার দুসপ্তাহ সময় চেয়ে নিয়েছেন। আজই সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দফতরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারকে। সেই তলবের প্রেক্ষিতে এদিন সিবিআইকে চিঠি দেন রাজীব কুমার। কলকাতার পুলিশ কমিশনারের সেই চিঠি এদিন সিবিআই দফতরে নিয়ে আসেন সিআইডির দুই প্রতিনিধি।

ভারত-পাক সম্পর্ক আরও তলানিতে সমঝোতা এক্সপ্রেস পরিষেবা সাময়িক বাতিল করল পাকিস্তান

পঞ্জাব ও ইসলামাবাদ, ৮ আগস্ট (হি.স.): ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্রমশই অবনতি হচ্ছেঊ সমঝোতা এক্সপ্রেস পরিষেবা সাময়িকের জন্য বাতিল করে দিল পাকিস্তান সরকারঊ এখানেই শেষ নয়, পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করা হল ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রদর্শনঊ তবে, পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কার্তারপুর সাহিব করিডরে কাজ চলবেঊ জম্মু ও কাশ্মীরে বিশেষ মর্যাদার বিলুপ্তি এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে বিভক্ত করা নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছে ইমরান খান সরকারঊ কাশ্মীর পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জে সরব হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাক সরকারঊ পাকিস্তান সরকার ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ কমাবেঊ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বন্ধ করে দেবেঊ পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলি খতিয়ে দেখবেঊ এই আবহের মধ্যেই বৃহস্পতিবার সমঝোতা এক্সপ্রেস পরিষেবা সাময়িকের জন্য বাতিল করে দিল পাকিস্তান সরকারঊ ইসলামাবাদে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পাকিস্তানের রেলমন্ত্রী শেখ রশিদ আহমেদ জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে সমঝোতা এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবা সাময়িকের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে পাকিস্তানঊ যে সমস্ত যাত্রী ইতিমধ্যেই নিজেদের টিকিট কেটে ফেলেছেন, তাঁরা লাহোর ডিএস অফিস থেকে নিজেদের টাকা ফেরত নিতে পারবেনঊ প্রসঙ্গত, সপ্তাহে দু'বার ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চলাচল করে সমঝোতা এক্সপ্রেসঊ পাকিস্তানের সঙ্গে অশান্তির আবহে এর আগেও একবার থমকে গিয়েছিল সমঝোতা এক্সপ্রেসঊ

এদিন আত্তারি রেল স্টেশনের স্টেশন মাস্টার জানিয়েছেন, 'সমঝোতা এক্সপ্রেসের পাকিস্তানি চালক ও গার্ড ভারতে আসার ক্ষেত্রে আপত্তি প্রকাশ করেছেনঊ তাঁরা আমাদের কাছে বার্তা পাঠান, ভারতীয় ক্রু মেম্বার এবং গার্ড-সহ ইঞ্জিন পাকিস্তানে পাঠানো হোকঊ তাঁরাই ইঞ্জিন নিয়ে যাবে এবং ট্রেন আনবেঊ'

এখানেই শেষ নয়, পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রদর্শনঊ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর (তথ্য ও সম্প্রচার) বিশেষ অ্যাসিস্ট্যান্ট ড় ফিরদৌস আশিক জানিয়েছেন, 'পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রদর্শনঊ' তবে, পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কার্তারপুর সাহিব করিডরে কাজ চলবে

বিধায়কের নামে কাটমানি নেওয়ার পোস্টার পড়ল কলকাতায়

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স): এবার বিধায়কের নামে কাটমানি নেওয়ার পোস্টার পড়ল কলকাতায়। ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডের পর এবার ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডে পোস্টার পড়ল। ২৭ দিনের মাথায় ফের পড়ল পোস্টার।

বৃহস্পতিবার বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহার নামে এই পোস্টার পড়েছে। এই পোস্টারকে ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে এলাকায়। এন্টালির বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা। তাঁর বিরুদ্ধে ধাপা এলাকায় বেআইনিভাবে জমি বিক্রির অভিযোগ করা হয়েছে পোস্টারে। বাইপাস লাগোয়া সিলভার স্প্রিং প্রকল্পের পাশের ধাপা রোডে সব মিলিয়ে ২১টি পোস্টার পড়েছে। রাতের অন্ধকারে লাগানো হয়েছে পোস্টারগুলো। দেখা যাচ্ছে, পোস্টারগুলি ধাপা ট্যাংরা নাগরিক সমিতির ব্যানারে দেওয়া হয়েছে। পোস্টারগুলোতে তৃণমূল নেতাদের বিরূদ্ধে সব মিলিয়ে ১১টি অভিযোগ আনা হয়েছে। আর সেই তালিকার শীর্ষে রয়েছে বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহার নাম।

ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

দেবনাথ।

ঘটনাটি শিশুটির মা এলাকাবাসীকে জানান। শুধু তাই নয়, ঘটনাটি এলাকাবাসীকে জানানোর পর শিশুটির মাকেও নির্যাতন এমনকি হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয় বলে অভিযোগ। এ ধরনের চাঞ্চল্য অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় বাসিন্দারা পূর্ব মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। স্থানীয়রা জানান, এ বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে তাদের বাড়িতে গেলে তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে বাড়িতে হামলা করা হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এলাকাবাসী পূর্ব মহিলা থানার দ্বারস্থ হলে মহিলা থানার ওসি মমতাজ বেগমও তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ।

এলাকাবাসী জানান ধর্ষিতা শিশুটির মা তথ্য প্রমাণ ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে এলাকাবাসীর সামনে তুলে ধরে তাদেরকে রক্ষা করার আবেদন জানান। তখনই এলাকাবাসী মহিলা ও শিশুটির পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। অভিযুক্ত রাজমোহন দেবনাথ জয়পুর এলাকায় আত্মগোপন করেছে বলে জানা গেছে। সবকিছু জানা সত্ত্বেও পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করছে না বলে অভিযোগ।

কাঞ্চনপুরে বিএসএফ ফায়ারিং রেঞ্জ নিশ্চিত হয়নি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। বিএসএফ রেঞ্জ নিয়ে কংগ্রেস পার্টির দ্বারা সস্তা রাজনীতি সবাই দেখেছে। বিএসএফ ফায়ারিং রেঞ্জ এর জায়গা এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হয়নি। এই অবস্থায় কংগ্রেস পার্টি ভোট ব্যাঙ্কের লোভে বিরোধীতার সস্তা রাজনীতি শুরু করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিজেপির জনজাতি মোর্চার নেতাদের জানান যে কাঞ্চনপুরে বিএসএফ ফায়ারিং রেঞ্জ বানানো নিয়ে এখনও কোন নির্ণয় হয়নি। তিনি পার্টি নেতৃত্বকে অবগত করেন যে এই বিষয়ে এখনও কোন নির্ণয় নেওয়া হয়নি এবং বিষয়টি এখনও ফাইলবন্দী রয়েছে। ফায়ারিং রেঞ্জের জন্য জমি বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কাউর স্বার্থকেই অবহেলা করবেনা। তিনি বিজেপি জনজাতি মোর্চার প্রতিনিধি দলকে সুনিশ্চিত করে বলেন যে যখনই বিএসএফ ফায়ারিং রেঞ্জের জমি নিয়ে নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত হবে তখন সাধারন জনগণের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কাঞ্চনপুরে বিএসএফ ফায়ারিং রেঞ্জকে নিয়ে কংগ্রেস যে বিবাদ সৃষ্টি করছে তা অনর্থক। এখনও এই বিষয়ে কোন মঞ্জুরি হয় নি। শোনা যাচ্ছে যে কংগ্রেসের এই সস্তা রাজনীতির জবাব দেওয়ার জন্য বিজেপি কোমর বেঁধে তৈয়ারি করছে। বিজেপি দল কংগ্রেস পার্টির এই কুচক্র থেকে জনতাকে সতর্ক থাকার জন্য আপীল করেছে। কংগ্রেস এবং বাম দলগুলির ইহা পরম্পরা হয়ে গেছে। যখনই কোন নির্বাচন আসে তখনই এরা জনজাতিদের ভাগ করতে এবং উত্তেজিত করতে ব্যস্ত হয়ে পরে। রাজ্যের বিজেপি-আইপিএফটি সরকার প্রদেশের সর্বাঙ্গীন বিকাসের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পার্টির এক বরিষ্ঠ নেতার অনুসারে কংগ্রেস পার্টি মিথ্যার সাহারা নিয়ে জনজাতি অংশের মানুষের ভাবনাকে উত্তেজিত করতে ব্যস্ত। এই দলের নেতারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির লক্ষ্যে নির্বাচনের সময় পুইলা জাতি উলো পার্টির স্লোগান উঠায়। এরপর নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারে লেগে পরে। কংগ্রেস সিপিএম এর মুখোশমাত্র, এই কথা মনে করিয়ে দিয়ে পার্টি রাজ্যবাসীকে সজাগ থাকতে পরামর্শ দিয়েছে। পুইলা জাতি উলো পার্টি আর তিপ্রাল্যান্ডের মত দাবিগুলির মাধ্যমে সরাসরি জনজাতি সমাজকে উত্তেজিত করে এই দুইটি পার্টি রাজ্যে তাদের লাভের উদ্দেশ্যসাধন করে চলছে। একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্র সরকার জম্মু-কাশ্মীর এর ঐতিহাসিক ভুল সুধরানোর মাধ্যমে দেশকে একসূত্রে বাঁধার চেষ্টা করছেন। আর অন্যদিকে কংগ্রেস আর তার বি টিম সিপিএম, মিথ্যা ইস্যুর দ্বারা জনজাতি সমাজের জনগণের মনোভাবনাকে বিচলিত করে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণে ব্যস্ত হয়ে আছে। জনজাতি সম্প্রদায়ের নামে এখন পর্যন্ত রাজনীতি করে আসা নেতারা বিদেশে এবং ভিনরাজ্যে গিয়ে আনন্দ ফুর্তি করে। জনতার এই নেতাদের আনন্দ ফুর্তির জন্য ব্যয় হওয়া খরচের হিসাবও চাওয়া উচিত। আগামী দিনগুলিতে বিজেপির জনজাতি মোর্চার কার্যকর্তারা সাধারন জনগণের মাঝে গিয়ে কংগ্রেস আর বামদলের আসল চেহারা তুলে ধরবে।

জওয়ানের রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। রহস্যজনক ভাবে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক বিএসএফ জওয়ানের। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়ার শ্রীমন্তপুর লেন্ড কাস্টম স্টেশন এলাকায়। নিহত জওয়ানের নাম কে এম মিশ্র (৫০)। তিনি বিএসএফের ১৪৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের এএসআই পদে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি উত্তরপ্রদেশে।

সোনামুড়া থানার ওসি শঙ্কর লাল ভট্টাচার্য্যি জানিয়েছেন প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে এটি একটি আত্মহত্যার ঘটনা। তবে এটি আত্মহত্যা কি না হত্যা এনিয়ে জোর প্রশ্ন উঠেছে। যেহেতু নিহত জওয়ানের মাথার পেছনের দিকে গুলি লেগেছিল। রাত দুইটা নাগাদ এই গুলির শব্দ শুনে জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দেখতে পান কে এম মিশ্রের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। পরে খবর দেয়া হয় সোনামুড়া থানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় ময়নাতদন্তের জন্য।

অনুমোদন

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে। প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য সমস্ত শিক্ষকদের অবশ্য গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে যে ছাত্রছাত্রীরা আদৌ পরবর্তী উপরের ক্লাসে যাওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করছে কিনা। আর এই প্রতিটি স্কুল ইনস্পেক্টর এবং ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসারদের দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষকরা নিয়মিত স্পেশাল ক্লাস করছে কিনা তার নজরদারী করা।

শিক্ষামন্ত্রী এদিন, স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, রাজ্য সরকার চাইছে প্রতিটি স্কুলে যাতে গুণগত শিক্ষা দেওয়া হয়। তাতে করে পরবর্তী সময়ে এরাজ্যের ছেলেমেয়েরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পারবে।

পোলিও

● প্রথম পাতার পর

তখন শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করে কুলাইস্থিত ধলাই জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেয় মৃতদেহের ময়না তদন্তের জন্য।মৃত শিশুর বাবা জিতেন্দ্রর রিয়াং জানায় পোলিও টিকাকরণের পর শিশুটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।এইদিকে ঘটনার বিষয়ে ধলাই জেলা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকের নিকট জানতে চাইলে তিনি এই বিষয়ে কথা বলতে অসন্মটি প্রকাশ করেন। তবে ঠিক কি কারনে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে ধোঁয়াশায় সকলে। হয়তো ময়না তদন্তের পরই বেরিয়ে আসবে মৃত্যুর আসল রহস্য।

কটাক্ষ রাজনাথের

তিনের পাতার পর

পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার নিজেদের দেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে পাকিস্তান। দুই দেশের মধ্যে চলতে থাকা সমঝোতা এক্সপ্রেসও বাতিল করে দেয় পাক প্রশাসন।

জম্মু ও কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি করে দেয় ভারত। এরপরই তৎপর হয় ওঠে পাকিস্তান। এমনকি সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন পুলওয়ামার মতো পরিস্থিতি ভবিষ্যতে আরও ঘটতে পারে।

বোকাজানের নাবালিকা

তিনের পাতার পর

দেয় পাচারচক্রীরা। এরা কেটে পড়লে মেয়েটি গোটা ঘটনাবলি টিটিই-কে খোলসা করে। সে জানায় তার বাড়ি বোকাজানের ফুলবাড়িতে।

জিআরপি ওসি জানান, কিশোরীর বক্তব্য অনুযায়ী তার পরিবারের সঙ্গে যোগযোগ করা হয়েছে। তারা ইতিমধ্যে লামডিং এসে পৌঁছেছেন। তিনি জানান, অতি সম্প্রতি তাদের নাবালিকা মেয়ের নিরুদ্দেশ সংক্রান্ত এক এফআইআর বোকাজান থানায় দাখিল করেছিলেন। তবে মেয়েটি যে মানব পাচারকারী চক্রের কবলে পড়েছিল তা নিশ্চিত করেছেন জিআরপিএস ওসি। তিনি বলেন, মানব পাচারকারীদের ধরতে সাধারণ পুলিশের সহযোগিতা চেয়েছেন তাঁরা।

বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বার সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আগামি ১৪ই আগস্ট ২০১৯ইং রোজ বুধবার, সকাল ১১টা হইতে STA বোর্ড এর মাননিয় চেয়ারম্যান মহোদয় আগরতলস্থিত জয়েন্ট ট্রান্সপোর্ট কমিশনার অফিসে উপস্থিত থেকে সকল কমার্শিয়াল গাড়ীর মালিকানা হস্তান্তর সম্পর্কিত সমস্ত বৈধ দরখাস্তের অনুমোদন করিবেন ।

এতদুপলক্ষে সকল দরখাস্তকারিকে উক্তদিনে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে ।

ICA/D/671/19-20

(শ্রী দিব্যেন্দু চক্রবর্তী)
জয়েন্ট ট্রান্সপোর্ট কমিশনার
ত্রিপুরা,আগরতলা

'ভারতরত্ন'

● প্রথম পাতার পর

খবরের পর দেশবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে টুইট করেছেন তিনিও।

অসমের সঙ্গীতশিল্পী এবং ফিল্মমেকার ভূপেন হাজারিকাকেও দেওয়া হচ্ছে মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' সম্মান। এর আগে তিনি পেয়েছেন পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ এবং দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার। অন্যদিকে দেশের প্রতি অবদানের জন্য মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' দেওয়া হয়েছে সমাজকর্মী নানাজি দেশমুখকে। সাতের দশকে জয়প্রকাশ নায়ারণের আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সদস্যও ছিলেন নানাজি দেশমুখ।

No.F.317-59)/-DYAS/Store/2019-201/ 5136
dated : 6/108/2019

E-Tender Notice

E-tender are invited from the reputed & registered Central & State public sector undertaking/ enterprise, reputed bonafide res registered dealer, suppliers, manufacturers of Sports Goods having minimum annual turnover of Rs.30.00 lakh each for last 3(three) years (2016-17, 2017-18, 2018-19) for supplying sports goods (as per the item in SL No-19) for the Youth Affairs & Sports Department during the financial year 2019-20.

Sl. No	Name of Work	Tender Value/ Estimated Cost	Completion Period	Document Download and Bid Submission End Date & Time	Bid Opening Date	Place of Bidding
1	Supply of Sports Goods (as per list Sl No.19)	Rs. 50 lakhs	30 days	02/08/2019 at 5:30 PM and 23/08/2019 at 5:00PM	27/08/2019 at 11:30AM	https://tripuratenders.gov.in

Tender document can be seen on website www.tenders.gov.in, www.yas.tripura.gov.in and www.tripuratenders.gov.in, however, Bid can only be submitted on-line at State Government e-Procurement Portal - www.tripuratenders.gov.in by uploading the relevant documents as specified by the Department. After submission of Bid, the Bidder can re-submit/ revise the submitted Bid any number of times but before the closing date of submission of Bid as specified in this Document.

ICA-C/735/19

(Saradindu Choudhuri)
Director Youth Affairs & Sports Department
Govt. of Tripura.

...াঙ্গন

ডুরান্ড কাপে এটিকে-কে হারিয়ে
সেমিফাইনালের দোরগোড়ায় সবুজ-মেরুন

ডুরান্ড কাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এটিকেকে ২-১ গোলে হারিয়ে ঘরের মাঠে ডুরান্ডের সেমিফাইনালের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল সবুজ-মেরুন শিবির। অন্যদিকে, ২-১ গলে সবুজ-মেরুনের কাছে হারে ডুরান্ড থেকে কার্যত ছিটকে গেল এটিকে।মোহনবাগানের হয়ে গোল করেন ফ্রান্সিসকো মোরান্তে এবং হোসেবা বেইতা। এটিকে - র হয়ে গোল করেন আশিস প্রধান। ৩৪ মিনিটে গোল করে সবুজ - মেরুনকে এগিয়ে দেন মোরান্তে। কর্ণার থেকে আসা বল দুরন্ত হেডে গোল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল পেয়ে যায় সবুজ-মেরুন। সুহেরের এক টি সুন্দর পাশ থেকে গোল করে যান আরএক স্প্যানিশ তারকা বেইতা। এরপর ৭৮ মিনিটে এটিকে - র হয়ে ব্যবধান কমান আশিস। কিন্তু তারপর আর কোন গোলের সুযোগ দেয়নি মোহনবাগান।পিয়ারলেসের কাছে হারের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াল মোহনবাগান। বৃহস্পতিবার এটিকে-কে হারিয়ে ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে পৌঁছল সবুজ-মেরুন।ডুরান্ড কাপের ''মিনি ডার্বি''-তে জয় দিয়ে বাগানে স্প্যানিশ যুগের সূচনা হয়েছিল। প্রথমবার কলকাতায় হওয়া ডুরান্ড কাপে মহামেডানকে ২-০ হারিয়ে মরশুম শুরু করেছিল কিবু ভিকুনার ছেলেরা। কিন্তু ডুরান্ডের জয়ের রেস কাটতে না-কাটতেই ঘরোয়া লিগে মুখ থুবড়ে পড়েছিল বাগানে স্প্যানিশ স্ট্র্যাটেজি। ঘরোয়া লিগে পিয়ারলেসের কাছে তিন-তিনটি গোল হজম করে সবুজ-মেরুন।ঘরোয়া লিগে গতবারের রানার্স পিয়ারলেসের কাছে ০-৩ গোলে হেরে কলকাতা লিগের প্রথম ম্যাচে ভূপতিত হয়েছিল ভিকুনার মোহনবাগান। কিন্তু ডুরান্ডের দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে এদিন শেষ চারে জায়গা করে নেয় ভিকুনার ছেলেরা। ঘরের মাঠে এদিন কিবু ভিকুনার ছেলেরা ২-১ গোলে হারায় এটিকে-কে।আগের ম্যাচেই পিয়ারলেসের বিরুদ্ধে বাগান ডিফেন্স নড়বড়ে থাকলেও এদিন সবুজ-মেরুন মাঠে বাগানের ত্রয়ী হয়ে দেখা দেন দুই স্প্যানিশ। মোরান্তের গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। বেইতিয়ার কর্নার থেকে হেডে গোল করেন মোরান্ত। শূন্যে বল গোলে রাখার ক্ষেত্রে দক্ষ বছর সাতাশের এই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার।বাগান জার্সিতে মরশুমের শুরু থেকেই নজর কাড়ছেন বেইতিয়া। ভিকুনার দলের প্রাণভ্রমরা তিনিই। মোহনবাগানের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি। বাগানের মাঝমাঠের দায়িত্বে থাকা এই স্প্যানিশ মিড-ফিল্ডার এদিনও পুরো দলকে দারুণভাবে মেলে ধরেন। এটিকে-র হয়ে একমাত্র গোলটি করে আশিস প্রধান। এটিকে অবশ্য সেরা দল এদিনও নামায়নি। ফের এটিকে-তে নাম লেখানো স্প্যানিশ কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসও শহরে আসেননি। তবে পিয়ারলেসের কাছে লজ্জার হার থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এদিনের জয় নিঃসন্দেহে ভিকুনার ছেলেদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।

ফুটবলকে চিরবিদায় জানালেন ফোরলান

২০১০ দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপ ছিল আর্জেন্টাইন লিওনেল মেসির জন্য প্রথম নায়ক হওয়ার মঞ্চ। দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন বিশ্বকাপকে তাঁর রঙে রাঙাতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশাই সঙ্গী হয়েছিল আর্জেন্টাইন তারকার। আর সেই মঞ্চে আলো ছড়িয়েছিলেন দিয়েগো ফোরলান। বিশ্বকাপের আগে সম্ভাব্য নায়ক হিসেবে যাঁর নাম খুব বেশি উচ্চারিত হয়নি, সেই উরুগুয়ের ফোরলানই হয়েছিলেন বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়। এবার পেশাদার ফুটবলকে বিদায় বলে দিয়েছেন উরুগুইয়ান এই কিংবদন্তি।জাতীয় দলের জার্সিটা তুলে রেখেছেন চার বছর আগেই। ২০১৫ সালের মার্চে জাতীয় দল থেকে অবসর নিলেও ক্লাব ফুটবলে খেলা চালিয়ে গেছেন এরপর অনেক দিন। তবে সাম্প্রতিক কালে সেখানেও দেখা যাচ্ছিল না ফোরলানকে। সব ধরনের ফুটবল থেকে অবসরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটাই শুধু বাকি ছিল। সেই ঘোষণাও করলেন ৪০ বছর বয়সী ফোরলান। ২১ বছরের দীর্ঘ ক্যারিয়ারের ইতিটা টেনেই দিয়েছেন তিনি।

সেনার পোশাকে ধোনিকে দেখে কাশ্মীরে উঠল "বুম বুম আফ্রিদি" স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদন : ক্রিকেট থেকে দুই মাসের ছুটি নিয়েছেন। কাশ্মীরে ১০৬ টিএ ব্যাটালিয়নের সঙ্গে রয়েছেন লেফটেনেন্ট কর্নেল মহেন্দ্র সিং ধোনি। প্যারা মিলিটারির সাম্মানিক পদে থাকা ধোনি টহল দিচ্ছেন কাশ্মীরে। কিন্তু সময়টা হয়তো ঠিকঠাক নয়। একে তো কাশ্মীরে উত্তাল অবস্থা। স্বায়ত্তশাসন হারিয়েছে কাশ্মীর। যা নিয়ে কাশ্মীরের একাংশের জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এমন সময় কাশ্মীরে এসে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হল বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় অধিনায়ককে।ফিল্ড আম্পায়ারদের একার হাতে আর থাকবে না ''নো বল''-এর সিদ্ধান্তকাশ্মীরের প্রায় প্রতিটি অংশে এখন সেনার নজরদারি চোখে পড়ার মতো। আসলে যে কোনও ধরনের আন্দোলন প্রতিহত করতে সেনা মোতায়েন করেছে সরকার। মোবাইল, ইন্টারনেটসহ সব

ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করা হয়েছে। এমন সময়ে ধোনি ভারতীয় সেনার পোশাকে কাশ্মীরের বারামুলা সেক্টরে হাজির হলেই অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে।
ধোনিকে সেনার পোশাকে দেখেই চটে যান কাশ্মীরের কিছু মানুষ।ধোনিকে সামনে পেয়ে বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি তাঁরা। উল্টে এমএসকে তীব্র ধিক্কার দিতে শুরু করেন তাঁরা। ''বুম বুম আফ্রিদি'' স্লোগানে মেতে ওঠেন তাঁরা। ঘটনার আকস্মিকতায় ধোনিও অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। তবে তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জাহির করেননি। দেশের বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের প্রতি কাশ্মীরি জমগণের একাংশের এমন বিরুদ্ধাচরণ অনেকেই মেনে নিতে পারছেন না।

লোকসান পুষিয়ে যাবে কোহলির এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে: দোভাল

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: কাশ্মীরের উপর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিলের প্রতিবাদে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা বাতিল করে দিয়েছে পাকিস্তান। ইসলামাবাদের এই সিদ্ধান্তকে উপহাস করে বৃহস্পতিবার কটাক্ষ করলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। টুইটারে তিনি লিখেছেন, ''পাকিস্তান বাণিজ্যিক চুক্তি বাতিল করায় ভারতীয় অর্থনীতির খুব বড় ক্ষতি হল। এই ক্ষতির পরিমাণ বিরাট কোহলি প্রতিটা ইনস্টাগ্রাম পোস্ট করে ওই সংস্থার কাছ থেকে যত টাকা পান তার সমান। খুব দুঃখের ঘটনা। এত বড় ক্ষতি আমরা কী করে সামাল দেব!''এই মুহূর্তে পাক অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থা। কার্যত ভিক্ষার ঝুলি হাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে আবেদন করতে হয়েছে ইমরান খানকে। এ হেন টালমাটাল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতেও জেদ বজায় রাখতে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করেছে পাকিস্তান। বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্তে ভারতের থেকে পাকিস্তান অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভারতের বিরাট অর্থনীতিতে তাঁর কোনও প্রভাবই সে অর্থে পড়বে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইনস্টাগ্রামে এক-একটি পোস্ট করে সংস্থাটির কাছ থেকে ১.৩৬ কোটি টাকা আয় করেন বিরাট কোহলি। দোভালের কটাক্ষ, পাকিস্তানের কাছ থেকে মাত্র এই পরিমাণ টাকা আয় করে ভারত। যা ভারতের বিপুল অর্থনীতির কাছে নগণ্য। দোভালের এই মন্তব্যে হাসির রোল নেটদুনিয়ায়। পাকিস্তানকে নিয়ে রীতিমতো মশকরা শুরু হয়েছে। ৩৭০ ধারা বিলোপ ইস্যুতে বুধবার পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকেন ইমরান। বৈঠকে ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচটি বড় পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যেই ভারতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে দেশে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বরখাস্ত করা হয়েছে পাকিস্তানে ভারতের রাষ্ট্রদূতকেও। দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক আদানপ্রদানও আগের থেকে কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইমরান সরকার জানিয়েছে, আপাতত ভারতের সঙ্গে যাবতীয় বাণিজ্যিক আদানপ্রদান স্থগিত। দুই দেশের যাবতীয় দ্বিপাক্ষিক চুক্তি নিয়েও পর্যালোচনা করবে পাকিস্তান। যা নিয়ে ভারত তীব্র প্রতিক্রিয়াও দিয়েছে। পাকিস্তানকে ভারতের অভ্যন্তরীণ মামলায় হস্তক্ষেপ না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে নয়াদিল্লি।

টি-২০ ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড কলিনের

লন্ডন: ক্রিকেটের সংক্ষিপ ফর্ম্যাটে বিশ্বরেকর্ড গড়লে কলিন আকেরম্যান। টি-২০ ক্রিকেটে চার ওভার হাত ঘুরিয়ে ৭ উইকেট নিয়ে নজির গড়েন ২৮ বছরের দক্ষিণ আফ্রিকান স্পিনার।ভাইটালিটি ব্লাস্ট টি-২০ লিগে বুধবার মুখোমুখি হয়েছিল লেস্টারশায়ার ও বার্মিংহ্যাম বিয়ারস। এই ম্যাচে চার ওভারে মাত্র ১৮ রান খরচ করে ৭টি উইকেট তুলে নেন লেস্টার অধিনায়ক কলিন। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে এক ইনিংসে সাত নিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েন দক্ষিণ আফ্রিকান অফ-স্পিনার। কলিন এদিন ভেঙে দেন মালয়েশিয়ার বোলার আরুল সুপ্পিয়াহ''র রেকর্ড।২০১১ সালে মাত্র ৫ রান দিয়ে ছ''টি উইকেট নিয়েছিলেন আরুল। সমারসেটের হয়ে গ্ল্যামারগনের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে ছ''টি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। এতদিন পর্যন্ত টি-২০ ক্রিকেটে এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব ছিল এটাই। কিন্তু বুধবার সাত উইকেট নিয়ে আরুলকে ছাপিয়ে বিশ্ব রেকর্ডের মালিক হন দক্ষিণ আফ্রিকান অল-রাউন্ডার।লেস্টারসিটি প্রথমে ব্যাট করে ১৯০ রান তোলে। কিন্তু রান তাড়া করতে নেমে কলিনের আক্রমণে ১৩৪ রানেই শেষ হয়ে যায় বিয়ারস। বার্মিংহ্যাম শেষ আট উইকেট হারায় মাত্র ২০ রানে। কলিনের ৭ উইকেটের মধ্যে ছ''টি উইকেট তুলে নেন দু''ওভারেই। স্বপ্নের বোলিং করে ৫৫ রানে লেস্টারশায়ারকে জেতান অধিনায়ক কলিন।ম্যাচের পর লেস্টারশায়ার ক্যাপ্টেন বলেন, ''আমি ভাবতেই পারিনি। তবে আমি নিশ্চিত দীর্ঘদিন এই সাফল্য মনে থাকবে। গ্রেস রোডে এই সাফল্য প্রথমবার। আমার উচ্চতা কাজে লাগিয়ে বাউন্স পেয়েছি। সেই সঙ্গে গতির হেরফের করে সাফল্য পেয়েছি। তবে একজন ব্যাটিং অল-রাউন্ডার হিসেবে বিশ্বরেকর্ডের কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।''

বিরাট ৩ বছরে কতটা পাল্টেছেন
ফ্যানদের সামনে তুলে ধরলেন কোহলি

ফিটনেস নিয়ে সদা সচেতন বিরাট কোহলি। তাঁর আমলেই ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহলে ফিটনেস সচেতনতা অন্য মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছে।ভুবি-অশ্বিন থেকে শুরু করে ধাওয়ান প্রত্যেককে ফিটনেসের নিত্য নতুন পরীক্ষায় পাশ করে ভারতের জার্সিতে মাঠে নামতে হয়। ভারতীয় ক্রিকেটে যিনি নিজে এই সংস্কৃতির আমদানি করেছেন সেই বিরাট কোহলি তিন বছরে শরীর চর্চা করে নিজে কতটা পাল্টেছেন সেটাই এবার ভিডিও''র মাধ্যমে তুলে ধরলেন ভারত অধিনায়ক।বিরাটের পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তিন বছর পুরনো একটি ভিডিও সঙ্গে বর্তমান ভিডিওর কোলাজ তৈরি করেছেন। সেখানে প্রথম ফ্রেমে তিন বছর আগে ওয়েট লিফিং করছেন বিরাট। তিন বছর পুরনো সেই ভিডিওতে অবশ্য দেখা যাচ্ছে বেশ কষ্ট করেই ওয়েট তুলেছেন ভিকে।তিন বছর পরে বিরাটপাশের ফ্রেমে, বর্তমান ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে অনায়াসেই ওয়েট তুলছেন ভিকে। দুক্ষেত্রেই মোট কুড়ি কেজি ওয়েট তুলছেন। তবে ধৈর্য্য ধরে দিনের পর দিন কঠোর অনুশীলন করে যাওয়ায় তিন বছর পর ওয়েট লিফিং করতে কোহলির কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না।টুইটে যা লিখলেন বিরাটশরীর চর্চার এই ভিডিও পোস্ট করে কোহলি টুইটে লিখেছেন,''তিন বছরের সাধনা। প্রতিদিন নিয়ম মেনে শরীরচর্চা করে গিয়েছি। তবেই সাফল্য এসেছে। নির্ভুল হতে গেলে প্রতিদিন ধৈর্য্য ধরে অনুশীলন করতে হবে।তিন বছরে আমি এটাই শিখেছি।''

সঙ্গীতা ফোগাটকে বিয়ে করতে পারেন বজরঙ্গ পুনিয়া

গীতা ফোগাট-পবন কুমার, সাক্ষী মালিক-সত্য কাদিয়ান এবং ভিনেশ ফোগাট-সোমবীর রথির পথেই হাঁটতে চলেছেন ভারতীয় কুস্তিগীর বজরঙ্গ পুনিয়া ও সঙ্গীতা ফোগাট। ২০২০-র টোকিও অলিম্পিকের পর তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন বলে খবর।পরিবার সূত্রে খবর, বজরঙ্গ ও সঙ্গীতা একে অপরের কাছাকাছি আসেন তিন বছর আগে। তারপর থেকেই তাঁরা চুটিয়ে প্রেম করছেন বলেও জানা গেছে। দুই কুস্তিগীরের এই সম্পর্ক নিয়ে খুশি তাঁদের পরিবারও।এই মুহূর্তে কুস্তির ৬৫ কেজি বিভাগে বিশ্বের এক নম্বর বজরঙ্গ পুনিয়া। ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে তাঁর কাছে পদক আশা করছে দেশ। সে অনুযায়ী বজরঙ্গের প্রস্তুতিও চলছে সমানে। অন্যদিকে আমির খানের হিন্দি সিনেমা দঙ্গল খ্যাত কুস্তিগীর মহাবীর সিংয়ের ছোট মেয়ে তথা গীতা ও ববিতা ফোগাতের ছোট বোন সঙ্গীতা কুস্তির ৫৯ কেজি বিভাগে জাতীয় পদকজয়ী। অলিম্পিকে তাঁর কাছ থেকেও ভাল কিছু আশা করছে দেশ।ছোট মেয়ের পছন্দে খুশি হয়েছেন মহাবীর সিং। তাঁর বক্তব্য, দুই পরিবারের মধ্যে কথা চলছে। তবে সামনে অলিম্পিক থাকায় এখনই বজরঙ্গ ও সঙ্গীতার বিয়ে ঠিক করে, তাঁদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে চান না বলেই জানিয়েছেন মহাবীর সিং ফোগাট।

কারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে কোহলির বাটে ভাঙতে পারে এই তিনটি রেকর্ড

বিরাট কোহলি মাঠে নামার আগেই বাইশ গজ নতুন রেকর্ডের গন্ধ পায়। এবারও তার বতিক্রম হচ্ছে না। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ মহারণ। জেসন হোল্ডারদের বিরুদ্ধে গায়ানার প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে তিন মাচের ওয়ান-ডে সিরিজের প্রথম মাচে নামবে কোহলি অ্যান্ড কোং। এই মাচে কোহলির বাটে ভাঙতে পারে তিনটি রেকর্ড। দেখে নেওয়া যাক কী কী রেকর্ডের দোরগোড়ায় কিং কোহলি।১) ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পঞ্চাশ ওভারের ফর্মাটে সর্বোচ্চ রানের নজির রয়েছে জাভেদ মিঁয়াদাদের। পাকিস্তানের কিংবদন্তি বাটসমান ১৯৩০ রান করেছেন কারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে। বিরাটের বাট থেকে আর ১৯টি রান আসলেই তিনি পৌঁছে যাবেন মগডালে। এই মুহূর্তে কোহলি দাঁড়িয়ে রয়েছেন ১৯১২ রানে।২) ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়ান-ডে ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে দেখা যাবে, রামনরেশ সারওয়ান একটি নির্দিষ্ট প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি রান করেছেন। ১৭ মাচে ৭০০ রান রয়েছে তাঁর। দু''নম্বরেই রয়েছেন কোহলি। ১২ মাচে ৫৫৬ রান রয়েছে তাঁর। কোহলি যদি প্রথম ওয়ান-ডে মাচে সারওয়ানকে ছাপিয়ে যেতে না-পারেন। তাঁর কাছে আরও বাকি দু''টি ওয়ানডে রয়েছে। মনে করা হচ্ছে প্রাক্তন কারিবিয়ান বাটসমানকে অনায়াসে টপকে যাবেন বিরাট।৩) ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বৈরথে কারিবিয়ান বাটসমান ডেসমন্ড হেইনস আর কোহলি যুগ্মভাবে সবচেয়ে বেশি ওয়ান-ডে সেঞ্চুরি করেছেন। দু''জনেরই দু''টি করে শতরান রয়েছে। আশা করা যেতেই পারে কোহলি নিজেকে এবং হেইনসকে ছাপিয়ে যাবেন।

কানাডায় যুবরাজদের গ্লোবাল টি টোয়েন্টি ঘিরে তুমুল অশান্তি

পারিশ্রমিক না মেলায় নির্দিষ্ট সময়ে খেলতে নামল না যুবরাজ সিংহের টরোন্টো ন্যাশনালস ও জর্জ বেইলির মন্টিয়েল টাইগার্স। পরে অবশ্য আয়োজকদের হস্তক্ষেপে ম্যাচ খেলতে নামে দু''দল।কিন্তু, তত ক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টা দু''য়েক পরে ম্যাচের প্রথম বল গড়ায়। ক্রিকেটাররা অর্থ নিয়ে অসন্তুষ্ট থাকায় খেলা শুরু করতে এ রকম দেরির কথা স্মরণকালের মধ্যে ঘটেনি।ব্যাট-প্যাড তুলে রাখার সময়ে যুবরাজ জানিয়েছিলেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে টি টোয়েন্টি লিগ খেলবেন তিনি। সেই মতোই কানাডায় অনুষ্ঠিত গ্লোবাল টি টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা খেলছেন বাঁ হাতি অলরাউন্ডার। টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে হলে বাকি ম্যাচগুলোয় জিততেই হতো যুবির ফ্র্যাঞ্চাইজিকে। কিন্তু, টরন্টো ন্যাশনালস ও মন্টিয়েল টাইগার্সের মধ্যে খেলার আগেই তাল কাটল।দরকার ১৯ রান, চলতি সিরিজেই মিঁয়াদাদ-হেনসকে টপকে যেতে পারেন কোহালিপারিশ্রমিক ঠিকমতো না মেলায় দুই ফ্র্যাঞ্চাইজিই খেলতে অস্বীকার করে। দুই দলকে স্টেডিয়ামে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাস অপেক্ষা করছিল হোটেলের বাইরে। কিন্তু, ক্রিকেটাররা বাসে উঠতে চাননি। বকেয়া টাকার দাবি করতে থাকেন ক্রিকেটাররা।পরিস্থিতি অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে দেখে আয়োজকরা মাঠে নামেন। তাদের হস্তক্ষেপেই শেষমেশ মাঠে নামেন ক্রিকেটাররা। অন্যরা খেললেও যুবি অবশ্য প্রথম একাদশে ছিলেন না। ক্রিকইনফোর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, গ্লোবাল টি টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় খেলা ক্রিকেটাররা নাকি এখনও একটি পয়সাও পাননি। এর জন্য ক্রিকেটাররা প্রবল অসন্তুষ্ট।নাম

প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ক্রিকেটার জানিয়েছেন, টাকা না পেলে আমরা খেলব না। উত্তর আমেরিকায় ক্রিকেট ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য টি টোয়েন্টি গ্লোবাল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই টুর্নামেন্ট ঘিরেই এখন যাবতীয় বিতর্ক।

প্যারালাল বডি, সাসপেন্ড ভারতের আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন

ইয়ুথ চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হওয়ার আগেই ভারতের আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন বা এএআই-কে সাসপেন্ড করল ওয়ার্ল্ড আর্চারি। তাদের অভিযোগ, নির্ধারিত গাইডলাইন উলঙ্ঘন করেছে এএআই।উল্লেখ্য, ১৯ থেকে ২৫ অগাস্ট পর্যন্ত স্পেনের মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব যুব তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা। তা নিয়ে যখন প্রস্তুতি তুঙ্গে, ঠিক তখনই ওয়ার্ল্ড আর্চারির এই নিদান এএআই-র কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই। বিশ্ব সংস্থার অভিযোগ, নিষেধ করা সত্ত্বেও দুটি সমান্তরাল বডি নির্বাচন করেছে ভারতের আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন।গত জুন মাসে ভারতের আর্চারি অ্যাসোসিয়েশনকে এ ব্যাপারে নোটিশ ধরায় ওয়ার্ল্ড আর্চারি। নির্দেশ ছিল, জুলাইয়ের মধ্যে ভুল সংশোধন করতে হবে। তা না হওয়ায় বাধ্য হয়েই এএআই-কে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সর্বোচ্চ সংস্থা। তবে অগাস্ট পর্যন্ত ছাড়ও দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে ভারতের আর্চাররা অন্তত এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ও প্যারা চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে পারবে বলে জানিয়েছে ওয়ার্ল্ড আর্চারি।

জাগরণ 9 August, 2019, Friday আগরতলা ৯ আগস্ট, ২০১৯ ইং, ২৩ শ্রাবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

সামনেই রাখী পূর্ণিমা। তাই মূর্তিপাড়ায় চলছে শেষ তুলির টান। ছবি- নিজস্ব।

আগরতলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়। সুকান্ত একাডেমীর অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বনামধন্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর জীবন ছিল দু:খে পরিপূর্ণ। জীবদ্দশায় বহু স্বজনের মত্যর সাক্ষী ছিলেন তিনি। এই মত্যই তাঁর অন্তরকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের নিজের ইচ্ছেমতো গড়ে তুলতে চাইছেন। এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, এক সময় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও সুকান্তকে একসাথে মিলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা হয়েছিল। যা কোনমতেই কাম্য ছিল না। তিনি উপস্থিত সকলকে রবীন্দ্র চর্চায় আরও নিবিষ্ট হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডিন ড. সুকান্ত বণিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিজ্ঞান চেতনা নিয়ে বিস্তত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিশোর বয়স থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁর মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা আরও দঢ়ভাবে জায়গা করে নিয়েছিল। তা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বজায় ছিল। স্বনামধন্য বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের সাথে তাঁর হৃদ্যতা ছিল সর্বজনবিদিত।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক বাদল কুমার দত্ত বলেন ৭৮ বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা ও আবেগ এখনো একইরকম। মানবজীবনের প্রতিটি মুহর্তে রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজনীয়তা আজও অলান। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি অমর। রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা চিরভাস্বর। বিশ্ব সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে তাঁর রচনায়। তিনি উপস্থিত অভিভাবকদের সন্তানদের মধ্যে রবীন্দ্র প্রীতি জাগানোর জন্য সচেষ্ট হতে বলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি রাজ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সহ-সভাপতি সুভাষ দেব বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, মহান মনীষিদের জন্ম কিংবা প্রয়াণ দিবস পালন করার উদ্দেশ্য হল তাদের চিন্তাধারার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে অবগত করানো। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস বলেন, রবীন্দ্রনাথ সবার কবি, বিশ্ব কবি। পথিবী যতদিন থাকবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কীর্তিও অক্ষয় থাকবে। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ রবীন্দ্রনত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

২০১৯ জলজ সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন কবি কৃত্তিবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট ।। আগামী ১০ আগস্ট, ২০১৯, জলজ সম্মানে ভূষিত হবেন কবি কৃত্তিবাস চক্রবর্তী। সত্তর দশকে এই কবির কাব্যযাত্রা শুরু হয়েছিল, যা এখনো অব্যাহত। একক এবং যৌথ অনেক কাব্যগ্রন্থ ও সংকলনের অংশী তিনি। গ্রুপ সেঞ্চুরির মতো কবিতা তৎপরতা ও ভাষা এর মতো সাহিত্য ও প্রকাশন তৎপতার অন্যতম ব্যক্তিত্ব তিনি। কবি কৃত্তিবাস জলজ সম্মান ২০১৯ গ্রহণে দ্বিমত না প্রকাশ করাতে আমরা গৌরবান্বিত।

রাস্তায় বেহাল দশা নিয়ে সরব বিএমএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৮ আগস্ট ।। কমলপুর রাস্তাটি বেহাল দশা হয়ে আছে। যার ফলে যানবাহন চলাচলে স্বাভাবিক ছিল না। বধুবার ভারতীয় মজদুর সংঘ খোয়াই কমলপুর সড়কটি বেহাল দশারফলে সড়ক অবরোধ করে। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। কয়েকবার পূর্ত দপ্তরের কাছে চিঠি পাঠানো হয়। এখন পর্যন্ত পূর্ত দপ্তর থেকে কোন সবুজ সংকেত মিলেনি। খোয়াই কমলপুর সড়কে যান চলাক গাড়ী চালাতে চাইছে না বেহাল দশার কারণে। আজ ভারতীয় মজদুর সংঘ খোয়াই শাখার পক্ষ থেকে মেরামতের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। কর্মীরা একত্রে মিলিত হয়ে খোয়াই মজদুর সংঘেড থেকে বেহালাবাড়ী থেকে খোয়াই বাস স্টেন্ড পর্যন্ত কিছু মেড়ামত করেন। ভাঙা ও গর্ত গুলিতে ইট ও মাটি দিয়ে মেড়ামত করে এবং সড়ক থেকে বৃষ্টির জল নিস্কাশনের জন্য জেসিপি দিয়ে ড্রেইন করা হয়।

ধর্মনগরে একের পর এক দুঃসাহিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট ।। শেষ চারদিনে ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্র রাজবাড়িতে তিনটি দোকানে চুরি, চিন্তিত করে তুলেছে ধর্মনগরবাসীদের। পুলিশী তৎপরতায় কিছুদনি শহর বা শহরতলীতে চুরির ঘটনা বন্ধ থাকলেও আবারও চোরের দল মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেছে। কদমতলার কালিমন্দির, মসজিদের চুরির সাথে ধর্মনগরের এই তিনটি দোকান চুরি জড়িত কিনা, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোর রাতে আনুমানিক সাড়ে তিনটা নাগাদ রাজবাড়ির তালুকদার টেকনোলজি এন্ড ভ্যারাইজিজে এস দুঃসাহসিক চুরি সংঘঠিত হয়। উক্ত সমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমত উদ্বিগ্ন ধর্মনগরবাসী। তাদের দাবি অতি সত্বর এই সমস্ত চুরির ঘটনায় যুক্ত মূল অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে তাদের শাস্তি দান সহ জেল প্রদানের।

ভূপেন হাজরিকাকে ‘ভারতরত্ন’, রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করলেন পুত্র তেজ

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : প্রখ্যাত গীতিকার, সুরকার, সংগীতশিল্পী, চলচ্চিত্র নির্মাতা ‘সুধাকণ্ঠ’ ড় ভূপেন হাজরিকাকে বৃহস্পতিবার দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ‘ভারতরত্ন’ প্রদান করা হয়েছে। বাবাকে প্রদত্ত মরণোত্তর ভারতরত্ন পুরস্কার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাত থেকে গ্রহণ করেছেন প্রয়াত ‘সুধাকণ্ঠ’-এর আমেরিকা নিবাসী পুত্র তেজ হাজরিকা।

স্বরচিত গান ও সুরে সমাজকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সুধাকণ্ঠ ড় ভূপেন হাজরিকাকে আজ মরণোত্তর দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ‘ভারতরত্ন’ প্রদান করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ।

রাষ্ট্রপতি ভবনে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে দেশের সর্বোচ্চ এই অসামরিক সম্মান ‘ভারতরত্ন’ পুরস্কার ভূপেন হাজরিকা ছাড়াও ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট সমাজকর্মী নানাজি দেশমুখকেও প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উপ-রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি।

উল্লেখ্য, ভূপেন হাজরিকা অসমের দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব যাঁকে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়। এর আগে রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী লোকপ্রিয় গোপীনাথকে মরণোত্তর ভারতরত্ন দেওয়া হয়েছিল। দুই ব্যক্তিকে ভারতরত্ন-এ সম্মানিত করেছে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজরিকাকে মরণোত্তর হলেও ভারতরত্ন সম্মান দেওয়ায় রাজ্যের জনসাধারণ আনন্দে মেতেছেন।

প্রসঙ্গত, ২০১১ সালের ৫ নভেম্বর মুম্বাইয়ের এক প্রথমসারির হাসপাতালে জীবনাবসান ঘটেছিল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ভূপেন হাজরিকার। অসম তথা উত্তরপূর্ব ভারতের লোকসংগীতকে ভারতীয় সিনেমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব রয়েছে ভূপেন হাজারিকার। প্রয়াত বাবার হয়ে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সর্বোচ্চ সম্মান গ্রহণ করে আপ্লুত ছেলে তেজ হাজরিকা বলেন, ‘আজ আমি খুবই গর্বিত এবং সম্মানিত বোধ করছি।’এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারি এই তিন ব্যক্তিত্বকে এবারের ভারতরত্ব-এর জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে বলে ঘোষণা করেছিলেন রাষ্ট্রপতি। এর পর রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল ৬ আগস্ট ভারতরত্ন প্রদান করা হবে। কিন্তু পরবর্তীতে এই পুরস্কার ৮ আগস্ট প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের বিষয়টিকে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করছে : উপমুখ্যমী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। ত্রিপুরার রাবার চাষী ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উদ্যোগীদের উৎসাহ দিতে প্রজ্ঞাভবনে আজ ’রাবার প্রডাকশন এণ্ড কমার্সিয়্যাল ইউটিলাইজেশন’ শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর এবং ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের (টি আই ডি সি) উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারের উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমী তথা অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি যীষ্ণু দেববর্মা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টি আই ডি সি-র চেয়ারম্যান টিঙ্কু রায়, মুখ্যসচিব ড. ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, শিল্প দপ্তরের প্রধান সচিব এস আর কুমার, রাবার বোর্ডের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ড. কে এন রাঘবন, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা কিরণ গিত্যে, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত রাবার চাষী ও উদ্যোগীরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপমুখ্যমী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, এই সরকারের দিশা হচ্ছে সরকার মানুষের কাছে যাবে, মানুষের যেন সরকারের কাছে আসতে না হয়। সেই লক্ষ্যেই সরকার পদক্ষেপ নেবে রাজ্যকে এক বিশেষ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি বলেন, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই রাজ্যের মানুষের বিশেষ করে জনজাতি শ্রেণীর মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন হয়েছে এবং এতে রাবার চাষের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এগ্রো ইণ্ডাস্ট্রি বা কৃষিভিত্তিক শিল্পের উজ্জল ভবিষ্যতের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, সরকার এ বিষয়টিকে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করছে। এ রাজ্যে বড় বড় কারখানা বসানোর সুযোগ না থাকলেও ছোট ছোট শিল্প যেমন কুটির শিল্প, কৃষিভিত্তিক শিল্প, পর্যটন ইত্যাদির বিকাশের উপর সরকার জোর দিচ্ছে। তিনি বলেন, রাবার যোগানের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সারা দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছে যা আমাদের গর্বের বিষয়। কিন্তু আরও বেশি পরিমাণে লাভ পেতে হলে আমাদের এই ক্ষেত্রের আধুনিকীকরণ করতে হবে এবং উৎপাদন বাড়াতে হবে। তিনি ব্যাঙ্কগুলিকে আরও বেশি প্রো-একটিভ ভূমিকা নিতে আহ্বান জানান এবং বলেন সরকার জনগণের পাশেই রয়েছে। আজকের অনুষ্ঠানে বক্তারা সবাই রাবারকে শুধু চাষেই সীমিত না রেখে আরও বেশি মূল্য যুক্ত করণের উপর জোর দেন। তাদের মতে এতেই চাষীরা ও সংশ্লিষ্ট সকলেই বেশি লাভবান হবেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মুখ্যসচিব ড. ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, টি আই ডি সি-র চেয়ারম্যান টিঙ্কু রায় ও রাবার বোর্ডের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর কে এন রাঘবন। স্বাগত ভাষণ রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান সচিব এস আর কুমার এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দপ্তরের অধিকর্তা কিরণ গিত্যে। মুখ্যসচিব তাঁর ভাষণে রাবার কাঠের ফার্নিচার ও অন্যান্য রাবারজাত জিনিসপত্র ব্যবহারে উৎসাহ দিতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান। টি আই ডি সি-র চেয়ারম্যান টিঙ্কু রায় রাবার ছাড়াও অন্যান্য বনজ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বিকল্প অর্থনীতি গঠনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমী পাঁচ জন সুবিধাভোগীর হাতে ঋণ অনুমোদনপত্র তুলে দেন।

প্রবল বর্ষণে প্রায় বানভাসি গোটা দেশ

নয়াদিল্লি। ৮ আগস্ট (হি. স.) : প্রবল বর্ষণে প্রায় বানভাসি গোটা দেশ। বানভাসি হয়েছে তামিলনাড়ুর একটি বড় অংশ। ডুবতে চলেছে মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, কেরল ও ওড়িশার। বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তীসগঢ়, উত্তরপ্রদেশেও। বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। বাড়ছে গৃহহীন ও নিখোঁজের সংখ্যাও।

সবচেয়ে করুণ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। ঘর-বাড়ি জলের তলায় চলে যাওয়ায় এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ১ লক্ষ ৩২ হাজার মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গ্রাম তো বটেই, ভেসে গিয়েছে বহু শহর ও মফস্সল এলাকাও। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দু’টি জেলা। কোলহাপুর ও সাংলি। লাগাতার প্রবল বর্ষণ ও বন্যায় গত সাত দিনে পশ্চিম মহারাষ্ট্রে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৬ জনের। জলের তোড়ে ভেঙে যাবে বলে গত ৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে জল ছাড়া হয়েছে নাসিক বাঁধ থেকে। তাতে ডুবু ডুবু অবস্থা নাসিক ও তার লাগোয়া এলাকাগুলির। ভেসে গিয়েছে কোয়েনা ও উজনি নদী। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীস জানিয়েছেন, সাধারণত চার মাসে গড়ে যে পরিমাণে বৃষ্টি হয়, গত ১৫ দিনে ততটাই বৃষ্টি হয়েছে নাসিকে। সাংলি জেলা থেকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৫৩ হাজার মানুষকে। আর ৫১ হাজার মানুষকে সরানো হয়েছে কোলহাপুর থেকে। মন্দির শহর সোলাপুরও বানভাসি হয়ে পড়েছে। বন্যায় ভেসে যাওয়া কোলহাপুরের চিকালি গ্রাম থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দু’শোরও বেশি মানুষকে।

উপত্যকায় জেলবন্দি কমপক্ষে ৭০ সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের আনা হল আগ্রায়

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিলের পর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে উপত্যকার জেল থেকে সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল আগ্রায়। সূত্রের খবর, উপত্যকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এহেন সিদ্ধান্ত। কমপক্ষে ৭০ জন জঙ্গি ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে কাশ্মীর থেকে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তার আগে থেকে বাহিনী দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছিল গোটা উপত্যকা। গৃহবন্দি ও গ্রেফতার করা হয়েছে বিচ্ছিন্নবাদী নেতা ও পিডিপি-এনসি নেতৃত্বকে। এবার বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে শ্রীনগরের জেল থেকে উড়িয়ে আনা হল কমপক্ষে ৭০জন জঙ্গি ও পাকপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের। ফের নতুন করে যাতে অশান্তি ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্য এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে কাশ্মীরে গিয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। কাশ্মীরে গিয়ে সোপিয়ানের রাস্তায় ঘুরে বেড়ান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। বুধবার তিনি কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথাও বলেন। তাঁদের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাওয়া-দাওয়াও সারেন তিনি।এছাড়া কাশ্মীরের নিরাপত্তা নিয়ে অফিসারদের সঙ্গেও বৈঠক করেন তিনি। পরিস্থিতি যাতে স্বাভাবিক থাকে তার জন্য সবরকমের ব্যবস্থা নিতে বলেছেন দোভাল। এদিকে, বুধবারই শ্রীনগরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে এক বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়। জম্মু-কাশ্মীর জুড়ে রাজনৈতিক নেতা-সহ ১০০ জনের বেশি মানুষকে গ্রেফতার করার খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, কাশ্মীরে কমপক্ষে ৬ জন হাসপাতালে ভর্তি।

বড়সড় অগ্নিকান্ড থেকে রক্ষা পেল রাবার গোদাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ আগস্ট ।। বড়সর অগ্নিকান্ড থেকে রক্ষা পেল একটি রাবারের গোদাম সহ প্রচুর বাবার সিট। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ছুটে যায়। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন নেতাজীনগর গ্রামে। এই অগ্নিকান্ডে রাবার মালিকের প্রায় দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের রাবার সিট সম্পূর্ণ পুরে ছাঁই হয়ে যায়।

ঘটনায় জানা যায়, আজ সকাল ৮টা নাগাদ নেতাজীনগর এলাকার দীলিপ দেব এর রাবার সিট শুকানোর ঘরে ধোয়া দেখতে পেয়ে এলাকাবাসী দীলিপ দেবকে খবর দেয়। তিনি সাথে সাথে ঘটনাটি দমকল বাহিনীকে জানালে। তারা এসে আগুন আয়ত্বে আনেন।

কুমারঘাটে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। যথাযোগ্য মর্যাদায় ৬ আগস্ট কুমারঘাট মহকুমার কো-অপারেটিভ হলে আয়োজিত হয়েছে ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠান। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এই উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধায়ক ভগবান দাস বলেন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ছোটবেলা থেকেই রাষ্ট্র প্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তিনি কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করতে চেয়েছিলেন। আজ প্রধানমী নরেন্দ্র মোদির নেতত্ব কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা ও ৩৫ এ ধারা প্রত্যাহার করায় প্রমাণ হয়েছে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বলিদান গোটা দেশের কাছে স্বার্থক হয়েছে। বিধায়ক সুধাংশু দাস বলেন,

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারতের ১৯টি বিমানবন্দরে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি. স.) : কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের পর থেকেই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে শুরু করেছে। এর মধ্যেই খবর মিলেছে, স্বাধীনতা দিবসের আগেই কাশ্মীর ও সাতটি রাজ্যে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে জইশ-ই-মহম্মদ। আর এই খবর পাওয়ার পরেই ভারতের ১৯টি বিমানবন্দরে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

‘দ্য বুরো অব সিভিল এভিয়েশন সিকিউরিটি’ (বিসিএএস) প্রতিটি রাজ্যের পুলিশ কর্তা, সিআইএসএফ এবং প্রতিটি বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলিকে সতর্ক করেছে। নিরাপত্তা বেড়েছে কলকাতা বিমানবন্দরেরও। কেন্দ্রের ওই নির্দেশিকায় শুধুমাত্র বিমানবন্দরই নয়, সতর্ক করা হয়েছে বায়ুসেনা ঘাঁটি, এয়ারস্ট্রিপ, এয়ারফিল্ড, হেলিপ্যাড, ফ্লাইং স্কুল, বিমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকেও। অন্যদিকে, বিমানবন্দরগুলির নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য কুড়িটি পদ্ধতি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে। বিমানবন্দরের প্রতিটি প্রবেশ পথে বাড়ানো হচ্ছে নিরাপত্তা। প্রবেশ পথে যাতে কোনও গাড়ি দাঁড়াতে না পারে, নির্দেশে তা-ও বলা হয়েছে। বিমানবন্দরের পার্কিং লটে দাঁড়ানো গাড়িগুলিকে যেতে হবে আরও কড়া চেকিংয়ের মধ্যে। বিমানে ওঠার আগে যাত্রী ও তাঁদের হ্যান্ডব্যাগগুলিকে যে যে পরীক্ষার মাধ্যমে যেতে হয়, তার মাত্রাও বাড়ানো হয়েছে। বিমানবন্দরে যাত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে আসা ব্যক্তিরা যে জায়গায় দাঁড়ান, সেখানকার নিরাপত্তাও বাড়ানো হচ্ছে। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের পরই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন পুলওয়ামার মতো ঘটনা ফের ঘটতে পারে। এই মন্তব্যেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে ভারত। কূটনৈতিক মহলের মতে, কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করার পর প্রবল চাপে পড়েছেন ইমরান। তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে পাকিস্তানে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

কাশ্মীরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চান মালালা

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : কাশ্মীরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চান রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিদূত তথা নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী মালালা ইউসুফজাই। বৃহস্পতিবার কাশ্মীরের শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মালালা টুইটারে আবেদন করেন, ভারত যেন শান্তিপূর্ণভাবে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের পথে হাঁটে ।

জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার এবং কাশ্মীরের বর্তমানপরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুললেন নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী মালালা ইউসুফজাই। টুইটারে কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে মালালা ফিরে যান শৈশব স্মৃতিতে। নিজের টুইটে তিনি লেখেন, ‘আমার শৈশব কেটেছে এই অশান্তি দেখেই। শুধু আমারই নয়, সাত দশক ধরে কাশ্মীরের ছেলে মেয়েরা হিংসার মধ্যেই বড় হয়েছে। কাশ্মীর এই উপত্যকা ১৮ লক্ষ মানুষের মতো আমাদেরও ঘরবাড়ি। আমরা এখানে শান্তিপূর্ণ ভাবে বাঁচতে চাই।’

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।